জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অন্নপূর্ণার ক্ষোভ

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ায় ফের বিক্ষোভ কোচবিহারের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হলেও বহু যোগ্য উপভোক্তা টাকা পাননি

ভারী বৃষ্টি দক্ষিণে

নিম্নচাপ অঞ্চলের শক্তি বৃদ্ধি। আজ থেকেই বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতায় অতি-ভারী বর্ষণের সতর্কতা। সোমবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। যদিও মঙ্গলবার থেকে ফের সেখানে বৃষ্টি বাড়তে পারে

সংসদের বাদল অধিবেশন চলবে ২০ জুলাই থেকে ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত

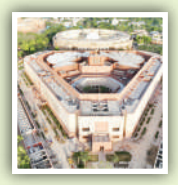

রামমন্দিরের পর হাত বদ্রীনাথের দানবাক্সে

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩৪ ● ৫ জুলাই, ২০২৬ ● ২০ আষাঢ় ১৪৩৩ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 34 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 5 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ্য করে কালীঘাট থেকে তোপ নেত্রীর

গদ্দাররা যোগ দিন বিজেপিতে মাথা উঁচু করে লড়বে তৃণমূল

প্রতিবেদন : বেইমান-বিশ্বাসঘাতকদের সাহস থাকলে তারা বিজেপিতে যোগ দিক! মাথা উঁচু করেই পথ চলবে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার বিকেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিলেন আত্মবিশ্বাসী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর এদিন একাধিক ইস্যুতে মুখ খুলেই বিজেপি ও বিজেপি স্পন্সরড গদ্দারদের মুখে কার্যত ঝামা ঘষে দিয়েছেন। স্মরণ করিয়েছেন তাঁদের অতীত ও অওকাত। কীভাবে তাঁর হাতে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেসের খেয়ে-পরে এখন নিজেদের সম্পদ বাঁচাতে, নিজে বাঁচতে বিজেপির হাত ধরেছে সেই গদ্দার-বেইমানদের নেত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে। তাদের মতো নেতা-নেত্রীরা চলে গেলেও লক্ষ-কোটি কর্মী আছেন। তাঁরাই দলের সম্পদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপি নানা ছলে-বলে-কৌশলে-কঠোরতায় নানারকম অছিলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে ভোট লুট করেছে। আপনারা দু'মাসও ধৈর্য ধরতে পারলেন না! এত (এরপর ৯ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- লজ্জা! রামচন্দ্রের নামই বদনাম করে দিল বিজেপি
- শুভেন্দুকে রাজনৈতিক শিকড় মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী
- পড়ুয়াদের পাতে ডিম নেই চলছে অসভ্যতা
- দলের প্রতীক ওরা পাবে না : দলনেত্রী

তৃণমূল ভবনের ভাড়ার চুক্তিপত্র-সহ অন্যান্য তথ্য তুলে ধরে দেখাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

ভাড়ায় ভবন, তথ্য পেশ নেত্রীর

প্রতিবেদন : তৃণমূল ভবনের ভাড়া-সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্ক এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের তোলা দুর্নীতির অভিযোগকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতি মাসে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চেকের মাধ্যমেই ভবনের যাবতীয় ভাড়া মেটানো হত। এখানে কোনও লুকোছাপা বা অস্বচ্ছতার জায়গা নেই। এদিন ফেসবুক লাইভে এসে একের পর এক বৈধ নথি তুলে ধরেন তিনি। এদিন নেত্রী জানান, তৃণমূল ভবনটি আগামী ২০২৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আইনসম্মতভাবে ভাড়ায় নেওয়া রয়েছে। এটি কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, মা-মাটি-মানুষের সম্পত্তি। প্রতি মাসে নিয়ম মেনে ১ লাখ টাকা করে ভাড়া এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিল চেকে মেটানো হয়েছে, যার স্পষ্ট রেকর্ড রয়েছে।

মেট্রোপলিটানের তৃণমূল কার্যালয়ের নথিপত্র দেখিয়ে তিনি জানান, আমাদের আগের পার্টি অফিসটা ভেঙে পড়ছিল। তাই সেটার কাজ হচ্ছিল। এই সময়ে আমরা মেট্রোপলিটানের বাড়িটা ভাড়া নিই। মাসে মাসে ১ লাখ টাকা ভাড়া দিই চেকে। কেন তালা দিয়ে এলেন? দলীয় কার্যালয় দখল নিয়ে তোপ (এরপর ৩ পাতায়)

রাজ্য তৃণমূল এখন আমিই সামলাব: নেত্রী

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রীর দায়িত্ব এখন থেকে সামলাবেন দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। শনিবার স্যোশাল মিডিয়া লাইভ করে সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর সোজা কথা, কে ছেড়ে গেল, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি নেতা চাই না, সাধারণ কর্মী চাই। দলের রাজ্য সংগঠনটাও এখন আমিই চালাব। একই সঙ্গে দলনেত্রী এদিন জানিয়ে দেন, রাজ্য তৃণমূলের নতুন দুই সাধারণ সম্পাদক (এরপর ৩ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পূর্ণিমা

পূর্ণিমা চাঁদ আগলে রেখো
তোমার আলোর রোশনিকে।
পাহারা দিচ্ছে তারকারা
বন্ধ কোরো না দুয়ার তাকে।
পারলে ছুঁতে দাও।
দুর্বল রাত, কোরো না আঘাত
চন্দ্রকণার চন্দ্রবিন্দুতে
এ রাত সুন্দর বিদুষী
সে সুন্দরের নিশি বাহারে
পর্ণকুটিরের মনোহরে
একটু চমকে দিও।
বিশ্বপানে ধরার মাঝে
জীবন এসো নূতন সাজে
আকাশ ভরা ভালোবাসায়
স্বপ্নবিভোর নব বন্যায়
পূর্ণিমা তুমি ভাসো।

নাম বাদ দেড় কোটি মহিলার

বাংলার আড়াই কোটি মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তাঁদের মধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রায় দেড় কোটি মহিলাকে। শনিবার কালীঘাট থেকে ফেসবুক লাইভে এসে অন্নপূর্ণা যোজনায় বাংলার মহিলাদের বঞ্চনা তুলে ধরে বিজেপিকে একহাত নিলেন। তিনি বলেন, আসলে এটা অন্নপূর্ণা যোজনা নয়, মা-বোনেদের ভাতে মারার চক্রান্ত। (বিস্তারিত ভিতরে)

২১ জুলাইয়ের সভা কোথায়, পরে জানিয়ে দেব

প্রতিবেদন : একুশে জুলাই হবেই। শনিবার ফেসবুক লাইভে প্রত্যয়ী তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পুলিশ অনুমতি না-দিলে প্রয়োজনে রিকশায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি পালিত হবে। তাঁর কথায়, একুশে জুলাই হয় শহিদ স্মরণে। আমরা অনুমতি চেয়েছি, আমাদের কোনও কর্মসূচিতে পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। শুনুন, রিকশায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশের শহিদ স্মরণ আমাদের হবেই।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ করার অনুমতি চেয়ে আগেই একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। সভামঞ্চ তৈরির জন্য জায়গা মাপায় দোলা সেন-বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-কুণাল ঘোষের মতো তৃণমূল নেতাদের নামে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। ৬০ দিনের জন্য ধর্মতলার ওই বিস্তীর্ণ এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করে কলকাতা পুলিশ। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একুশে (এরপর ৯ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 July, 2026 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০৭ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬-২০০৭) এদিন প্রয়াত হলেন। বিশিষ্ট অভিনেতা। ১৯৬০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তারপর সিভিল ডিফেন্স এবং কলকাতা পুরসভায় স্বাস্থ্য দফতরে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন মন টেকেনি। তখনই পরিচয় হয় প্রখ্যাত অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আইপিটিএ আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালে। থিয়েটার করে গিয়েছেন বহু বহু বছর। ১৯৬৫ সালে মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিতে প্রথমবারের জন্য অভিনয় করেন। ১৯৬৭ সালেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ। 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে সেই প্রথমবার উত্তমকুমার এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে 'চৌরঙ্গী'র সেই বিখ্যাত চরিত্র শংকর। তারপর এক-এক করে 'আরোগ্য নিকেতন', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', এখনই, 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'ছদ্মবেশী', 'কোরাস', 'গণশত্রু', 'লাল দরজা', 'দহন', 'আবার অরণ্যে'র মতো কালজয়ী ছবিতে অভিনয় করেন। ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে কেসেনিয়া এবং সিমি গারেওয়াল পরস্পরের ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। পরে একদিন সিমির কাছে শুভেন্দুকে ভাল লাগার কথা জানিয়েছিলেন কেসেনিয়া। আর সেই কথা সিমি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র শ্যুটিং ফ্লোরে সকলের সামনে শুভেন্দুকে জানান। সে-সময় ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও। সিমির কথা শুনে শুভেন্দু তো লজ্জায় লাল!

১৯৯৩ কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৯৩) প্রয়াত হন। বিশিষ্ট অভিনেতা। ''সৌমিত্র নয়, আমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়'', বলেছিলেন উত্তমকুমার। তাঁর নাম শুনলে মাথায় আসে কত চরিত্র। কখনও 'অযান্ত্রিক'-এর বিমল, কখনও 'নীল আকাশের নীচে'-র ওয়াংলু; আবার সেখানে হাজির হন 'হারমোনিয়াম', 'দাদার কীর্তি', 'গুরুদক্ষিণা'র সেই এক মাথা সাদা কোঁকড়ানো চুলের বৃদ্ধ। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল তিনজনের ছবিতেই অভিনয় করেছেন। সঙ্গে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, তপন সিংহের মতো পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। অভিনয়ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আবার অভিনয় করতে করতেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে যাওয়া তাঁর। বাংলা সিনেমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিনি।

১৮৮৬ জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার। উল্লেখযোগ্য রচনাবলি অসাধু সিদ্ধার্থ, বিনোদিনী, উদয়লেখা, মেঘাবৃত অশনি, দুলালের দোলা, নিষেধের পটভূমিকায়, লঘুগুরু ইত্যাদি। ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী। গভীর জীবনবোধ, সুঠাম কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে তাঁর ছোটগল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুণ বর্ণনায় তাঁর শিল্পকর্ম এক অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সামাজিক অন্যায়-অবিচারের চেয়ে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারণ বলে তাঁর গল্পে বিশ্লেষিত।

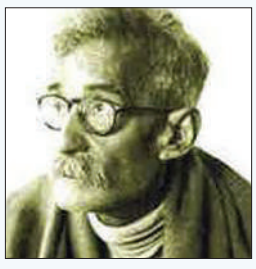

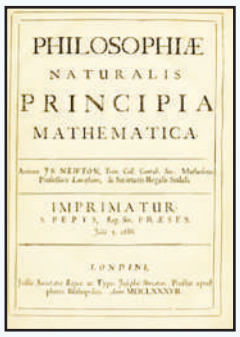

১৬৮৭ ফিলোসফিয়া নেচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা প্রকাশিত হল এদিন। স্যার আইজাক নিউটনের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত বই। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় এতে আলোচিত হয় : নিউটনের গতিসূত্র যা চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে, সর্বজনীন মহাকর্ষ তত্ত্ব এবং কেপলারের গ্রহীয় গতি সম্পর্কিত সূত্রের প্রমাণ।

১৯৯৬ ডলি এদিন জন্ম নেয়। ফেব্রুয়ারি মাসেই স্কটল্যান্ডের রসলিন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন, একটি প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়াকে ক্লোন করেছেন তাঁরা। তবে ঘোষণা তখন এলেও ডলির জন্ম আসলে ১৯৯৬ সালের ৫ জুলাই। ডলির নামকরণ করা হয় আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পী ডলি পের্টনের নামে। ডলি মানব-ইতিহাসে প্রথম সফল স্তন্যপায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ক্লোন প্রাণী।

১৯৭১ মার্কিন সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী অনুমোদিত হল। এই সংশোধনী অনুসারে ১৮ বছর বয়সি ও তদূর্ধ্বদের ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়।

মেঘলা আকাশে

যান্ত্রিক শহরের ব্যস্ত কোলাহল, আর মাথার উপর একখণ্ড মেঘলা আকাশ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৫৩

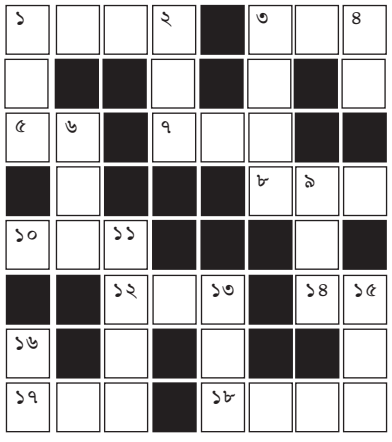

পাশাপাশি : ১. টিয়া বা ময়নাকে আদর করে ডাকা ৩. বিস্বাদ ৫. চিনতে পারা ৭. উপায়, পথ ৮. প্রখর—তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে ১০. উদ্যান, উপবন ১২. প্রদীপসমূহ ১৪. যে গেলে বা গ্রাস করে ১৭. অধুনা, ইদানীং ১৮. রাধা।

উপর-নিচ : ১. মহাধনশালী ২. ঈশ্বরের দূত ৩. অসংখ্য ৪. টক্কর, পাল্লা ৬. গায়ে জামাকাপড় না থাকা অবস্থা ৯. পাখি ১১. সমুদ্র, সিন্ধু ১৩. ক্ষুদ্র পত্র ১৫. অঙ্গনে আওব যব— ১৬. সারপদার্থ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৫৪ : **পাশাপাশি :** ১. ঘাঁটিআগলানো ৬. ভাই ৮. বিধান ৯. দফারফা ১০. নিকুম্ভিলা ১২. চড়াও ১৩. হর ১৫. তাহাতে আমাতে। **উপর-নিচ :** ২. টিপন ৩. গদগদ ৪. নোভা ৫. জীবিকা নির্বাহ ৭. ইস্তফা দেওয়া ১১. লালফিতে ১২. চন্দ্রিমা ১৪. রতা।

৪ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৬১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৬৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৫১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৮৪	৯৩.৫৮
ইউরো	১০৯.৫৮	১০৭.০৪
পাউন্ড	১২৭.৮৩	১২৪.৯২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ লিও মেসি

■ ইধিকা পাল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

5 July, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ জুলাই ২০২৬
রবিবার

শুভেন্দুকে রাজনৈতিক শিকড় মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী

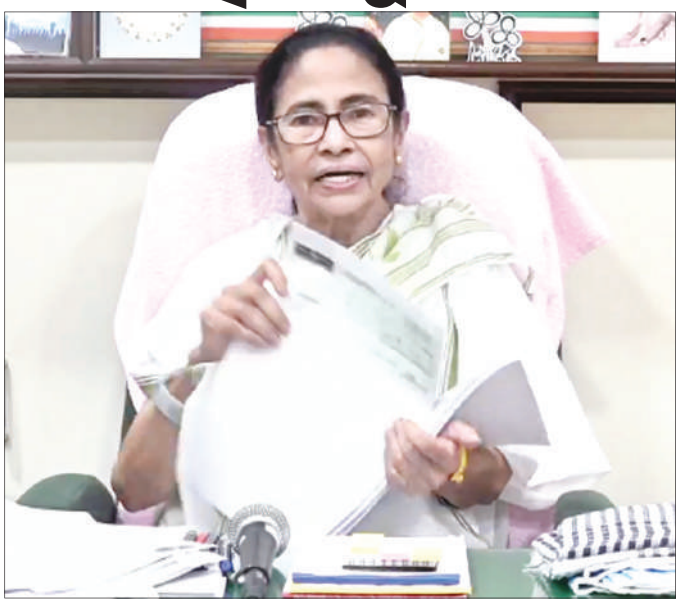

প্রতিবেদন: রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁর রাজনৈতিক অতীত স্মরণ করিয়ে, নিজের শিকড় চেনালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যিনি আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁর জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। কিন্তু আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলেই যে কোনওদিন তৃণমূল কংগ্রেস করেননি, এটা আমি নিশ্চয়ই বলব না। আপনিও একদিন কংগ্রেস করতেন, আপনিও তৃণমূল করেছেন। আক্রমণাত্মক মেজাজে শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনিও নির্বাচনে অনেকবার হেরেছেন। আপনার জন্য আমি বারবার যেতাম। ক্ষমতা ও পদের লোভে যাঁরা আজ দল ছেড়ে অন্য শিবিরে যোগ দিয়ে বড় বড় কথা বলছেন, তাঁদের রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে যে তৃণমূলের অবদান রয়েছে, তা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মনে করিয়ে দেন নেত্রী। অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে দলনেত্রী বলেন, আজ ক্ষমতার শীর্ষে বসলেও শুভেন্দু অধিকারী যে তৃণমূল থেকেই হাতে খড়ি দিয়েছেন এবং একসময় মমতাই তাঁর জন্য বারবার ময়দানে নেমেছেন তা যেন তিনি ভুলে না যান। বিশ্বাসঘাতকরা দল ভাঙার চেষ্টা করলেও কর্মীদের চাঙ্গা করতে নেত্রী বুঝিয়ে দিলেন, আজ যাঁরা শাসক, তাঁদের রাজনীতির অ-আ-ক-খ শেখার দিনগুলোতেও জড়িয়ে ছিল তৃণমূলেরই নাম।

দলের প্রতীক ওরা পাবে না : দলনেত্রী

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল প্রতীকে ভোটে জিতে বালিশপন্থী বেইমান-গদ্দারদের দল এখন তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে টানাটানি করছে। বিজেপির মদতে নির্বাচন কমিশনের মাথায় হাত বুলিয়ে তৃণমূলের প্রতীক হাতাতে চাইছে বালিশপন্থীরা। শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে সেই প্রতীক 'দখল' নিয়ে বিজেপি, কমিশন ও বালিশপন্থীদের একযোগে বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, সরকার আপনার পক্ষে আছে বলে আপনারা নির্বাচন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করিয়ে সিম্বল কেড়ে নিতে পারেন। যদিও আমরা জানি, সিম্বল আপনাদের পক্ষে যাবে না। কিন্তু ভ্যানিশ কুমারবাবু তৃণমূল কংগ্রেসকে ফিনিশ করার জন্য নির্বাচনটা করিয়েছেন। তাই যদি সিম্বলটাও ওদের দিয়ে দেয়, তাতে কী যায় আসে? সিম্বল সেটাই হয় যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে! তৃণমূল কংগ্রেস গ্রহণ করে! আমি এই সিম্বল নিয়ে একমাস ২২ দিনের মাথায় লড়াই করেছিলাম, তখন কাউকে এই সিম্বলটা চেনাতে পারিনি। এখন দরকার হলে গলায় সিম্বল ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন যাব, তখন কি আপনারা আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন? অত সস্তা নয়!

আবার বেইমান-গদ্দার বালিশপন্থীদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, বেইমানি করারও একটা সীমা থাকা উচিত! আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন এখন। করবেন বিজেপি আর মুখে বলবেন তৃণমূল, এটা হতে পারে না। আপনারা যারা বেইমান-গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছেন, বিজেপি স্পনসর্ড যারা, তাঁদের উদ্দেশে আমি বলব— যদি বুকের পাটা থাকে, যান সরাসরি গিয়ে বিজেপিতে জয়েন করুন! তবু জানব, আপনারা বিজেপিতে আছেন। বিজেপির বাইরে থেকে তৃণমূলকে ভাঙার চক্রান্ত? কী ভাবছেন, আমি মরে গিয়েছি? সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মরে গিয়েছে? অত সহজ না!

পড়ুয়াদের পাতে ডিম নেই, চলছে অসভ্যতা : নেত্রী

প্রতিবেদন : বাচ্চারা স্কুলে মিড-ডে মিলের ডিম পাচ্ছে না! আর আপনারা হাট্টিমাটিম করে বেড়াচ্ছেন! বিজেপির ডিম-অসভ্যতা নিয়ে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে তৃণমূলের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীদের 'টার্গেট' করে যে ডিম-অসভ্যতা শুরু করেছে বিজেপি,

শনিবাসরীয় ফেসবুক লাইভে জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির আমদানি করা সেই ডিম-নিক্ষেপ সংস্কৃতির তীব্র নিন্দা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী। একইসঙ্গে, মিড-ডে-মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দিয়ে শিশুদের পাত থেকে ডিম 'হাপিশ' করে দেওয়া নিয়েও বিজেপিকে একহাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিড-ডে-মিলের কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তৃণমূলনেত্রীর তোপ, মিড-ডে মিলে যাঁরা রান্না করতেন, যাঁরা হেলপার হিসেবে কাজ করতেন— আজকে তাঁরা হাহাকার করছেন। কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিল মারার গোসাঁই! লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা আপনারা কেড়ে নিয়েছেন! বগটুইয়ের একটি পরিবার আমার কাছে এসেছিল। আমি ৪ বছর আগে চাকরি দিয়েছিলাম তাঁদের, পার্মানেন্ট চাকরি। সেই চাকরিও আপনারা কেড়ে নিয়েছেন! এত প্রতিহিংসা কেন?

লজ্জা! রামচন্দ্রের নামই বদনাম করে দিল বিজেপি

প্রতিবেদন : বিজেপি রামকে নিয়ে রাজনীতি করে গেল। আর সেই রামকেই বদনাম করে ছাড়ল। শেষে কি না রামমন্দিরের প্রণামীই চুরি করে বসল! শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে রামমন্দির ইস্যুতে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমন্দিরে অনুদান চুরির প্রসঙ্গ তুলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপিকে।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই যে রামমন্দির। কত টাকা দিয়ে মানুষ সেই মন্দির বানালেন। কত সোনা, কত রুপো, কত দান-ধ্যান। আর আজকে আপনারা সেই রামেরই বদনাম করে দিলেন। প্রণামী বাক্স থেকে অনুদান চুরি করে নিলেন। নেত্রী বলেন, বিজেপি হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলল, এখন তারা সেই হিন্দুত্বকে শেষ করে দিচ্ছেন। মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করছেন। মন্দিরের থালা-বাসন থেকে শুরু করে প্রণামী বাক্স— মন্দিরের সবটাই নাকি ওদের সম্পদ! অবাক কাণ্ড! এরা রামচন্দ্রকেও ছাড়ছে না। প্রণামী বাক্সেও হাত বাড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, এসব নিয়ে কথা বললেই আবার বিপদ। ডিজিটালে যাঁরা কথা বলতে চান, মানে ইউটিউবে যাঁরা কথা বলেন, একটু বিরোধিতা করলেই তাঁদের অ্যারেস্ট করছে, এফআইআর করছে। এরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। বাংলায় জোর করে জিতে ক্ষমতায় এসেছে। এখনই তারা আঘাত নামিয়ে এনেছে বাংলার সংস্কৃতির উপর। নেত্রীর আফশোস, বাংলার সংস্কৃতিটা আমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলাম!

আমিই সামলাব

(প্রথম পাতার পর) হচ্ছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ও বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। শনিবারই রাজ্য সভানেত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তারপর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ স্যোশাল মিডিয়ায় লাইভ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন সর্বভারতীয় সভানেত্রীর পাশাপাশি রাজ্য সভানেত্রীর দায়িত্বও নিজের হাতে রাখছেন তিনি। বলেন, দলের রাজ্য সংগঠনটাও এখন আমি চালাব। আপাতত সারাদিন দলটাই দেখব। এমনি আমি রোজ এই পার্টি অফিসে বসি, কর্মীদের সঙ্গে দেখা করি। এবার থেকে আরও বেশি সময় দেব। এছাড়া কাজ চালাতে সুবিধার জন্য দু'জন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ঠিক করেছি। মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ হবেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তাঁরা এই কাজে আমাকে সাহায্য করবেন। মদন মিত্র তৃণমূলের দমদম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি। আর সম্প্রতি কুণালকে উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি করেছেন দলনেত্রী। আগেও অবশ্য রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন কুণাল। এখন বিধায়কের পাশাপাশি সাংগঠনিক— দুটি দায়িত্ব মদন-কুণালের।

ভাড়ায় ভবন, তথ্য পেশ নেত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

দেগেছেন তিনি। বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোরপূর্বক অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জোর করে ইমারত দখল করলেও মানুষের মন থেকে তৃণমূলকে মুছে ফেলা যাবে না। একইসঙ্গে এদিন তিনি কালীঘাটের '৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট' অর্থাৎ যেটি তাঁর নিজস্ব বাসভবন সেটিকে তৃণমূলের মূল কার্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেন।

দেড় কোটি মহিলার নাম বাদ! এখন হাহাকার মা-বোনেদের

প্রতিবেদন: বাংলার আড়াই কোটি মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তাঁদের মধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রায় দেড় কোটি মহিলাকে। শনিবার কালীঘাট থেকে ফেসবুক লাইভে এসে অন্নপূর্ণা যোজনায় বাংলার মহিলাদের বঞ্চনা তুলে ধরে বিজেপিকে একহাত নিলেন। তিনি বলেন, আসলে এটা অন্নপূর্ণা যোজনা নয়, মা-বোনেদের ভাতে মারার চক্রান্ত।

রাজ্যের দেড় কোটির বেশি মহিলার নাম সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবাসরীয় ভার্চুয়াল গর্জন তোলেন। তিনি বলেন, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়ার বেলাতেই হাত গুটিয়ে নিচ্ছে জুমলা পার্টি। দেখা গিয়েছে, উপভোক্তার সংখ্যা ২ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে কমে একধাক্কায় নেমে এসেছে ১ কোটির সামান্য বেশিতে। আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন ২ কোটি ৪৬ লক্ষের কাছাকাছি মা-বোনেরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেতেন। আজ শুনছি প্রায় দেড় কোটির ওপর মহিলার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে! চারিদিকে আজ আমাদের মা-বোনেরা হাহাকার করছেন। কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। এদিন শুধু অন্নপূর্ণা যোজনাই নয়, রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তোপ দেগে তিনি আরও বলেন, আজ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমি জানি না। মিড-ডে মিলের যে গরিব হেল্পার মায়েরা কাজ করতেন, তাঁরাও আজ হাহাকার করছেন। বিজেপির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির নমুনা তুলে ধরে দলনেত্রী জানান, বগটুইয়ের একটা পরিবার এসেছিল। তাদের চার বছর আগে আমি চাকরি করে দিয়েছিলাম। তাদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে। আমি আরও অনেককে চাকরি দিয়েছিলাম, তাদের চাকরি কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এত প্রতিহিংসা কেন?

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 July, 2026 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারের সরকার

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন তাঁরাই অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন এবং পাওনা টাকা প্রতি মাসে ১৫০০ থেকে ৩০০০ বেড়ে হবে। তৃণমূল সরকার থাকাকালীন রাজ্যের প্রায় আড়াই কোটি মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। যাঁরা পেতেন তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন বঞ্চিত হবেন না। কারণ সমস্ত তথ্য দেওয়ার পরেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরেই দেখা গেল সরকার ৩৬০ ডিগ্রির ডিগবাজি দিয়েছে। স্পষ্ট হিসেব দিয়ে বলা হল মেরেকেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাবেন ১ কোটির সামান্য বেশি মানুষ। কিন্তু বাকিদের কীভাবে বাদ দেওয়া হল? এই বাদ দেওয়াটা হচ্ছে নানা অছিলায়। কারও ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তথ্য ঠিক নেই। কারও নাগরিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। চোখের সামনে মানুষ দেখলেন পাওনাদারের সংখ্যা ৬০ শতাংশের বেশি কমে গেল। এবার যাঁদের পাওয়ার কথা তাঁরাও পাচ্ছেন না। যার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে একের পর এক অভিযোগ উঠছে। বিক্ষোভ চতুর্দিকে। এই বিক্ষোভ সামলানোর কোনও অস্ত্রই নেই সরকারের হাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের সঙ্গে এই মিথ্যাচার কেন? আসলে এটাই বিজেপির রাজনীতি। বিহারে একই জিনিস হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও তাই। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি, ভোটের পর বঞ্চনা। মানুষের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝবার দরকার আছে। এই মানুষই সময় এলে মিথ্যাচারের সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

e-mail থেকে চিঠি

একা রামে রক্ষা নেই কেদার-বদ্রী দোসর

শুধু অযোধ্যার রামমন্দিরে নয়, প্রণামী নয়ছয়ের ঘটনা ঘটেছে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দিরেও! প্রবল চাপের মুখে বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইদানীং বদ্রীনাথ-কেদারনাথে দানের অর্থ নয়ছয়ের একের পর এক অভিযোগ উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকী মন্দির কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে টিএ-ডিএ অর্থাৎ ভ্রমণ-দৈনিক ভাতা বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন সমাজকর্মী বিকাশ সিং নেগি। মন্দির অ্যাক্টের ২৬ (চ) ধারা অনুযায়ী কমিটির সদস্যরা শুধুমাত্র কমিটির কোনও কাজে কোথাও গেলে ভ্রমণ ভাতা পান। এক্ষেত্রে বিধায়কদের সমান প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজার টাকা অর্থাৎ কিলোমিটার প্রতি চার টাকা করে ভ্রমণ খরচ দেওয়া হয়। আরটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর জুন মাসে বিকেটিসির সদস্যদের মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। আর এই সময়কালে কমিটির মাত্র একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা বাবদ বিপুল টাকা নিয়েছেন বেশ কয়েকজন সদস্য। ভাতার লোভে ব্যক্তিগত সফরকেও কমিটির কাজ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এবছর বসন্ত পঞ্চমীতে বদ্রীনাথের দ্বার খোলার তিথি নির্ধারণ নিয়ে নরেন্দ্রনগর রাজমহলে বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকের সঙ্গে মন্দির কমিটির কোনো সম্পর্ক নেই। তাও সেখানে উপস্থিতির ভুয়ো তথ্য পেশ করে টাকা নিয়েছেন সদস্যরা। দ্বারবন্ধ অনুষ্ঠান, মন্দির পরিদর্শনে হেলিকপ্টার ভাড়া সহ নানা কারণ দেখিয়ে টাকা হাতানো হয়েছে। ইচ্ছামতো হিসাব দেখিয়ে টাকা নিয়েছেন সবাই। দেশ জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে লুঠ শুরু হয়েছে। হিন্দু মন্দির কে লুঠ করার ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। সর্বস্তরে বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার।

— মুক্তারাম অধিকারী
বঙ্কিম পল্লি, মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ধার করছে কারা?

- মোদি সরকারের আমলে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করেন বিজেপি নেতারা।
- কিন্তু সত্যিটা হল, অগ্রগতির প্রশ্নে কেন্দ্র সরকার পুরোপুরি ডেথ। জানেন এই মুহূর্তে কেন্দ্রের ঋণের পরিমাণ কত?
- ২০১১ সালে বাংলার তখতে যখন বসেছিলেন তখন মাথার ওপর বাম জমানার ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। এখনকার বিচারে ওই ঋণের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা।
- সেই দেনা শোধ করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
- ওদিকে, ভারতে আজকে যে সদ্যোজাত জন্মগ্রহণ করছে তার মাথায় ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৪১ হাজার ১৩১ টাকা!

লিখলেন দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

ধারের টাকায় দেশ বা সংসার চালানো ভালো না খারাপ? বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলেন, কী কারণে ধার নেওয়া হচ্ছে, কত সুদ দিতে হচ্ছে, ধার শোধ করার ক্ষমতা আছে কি না— মূলত এর উপর নির্ভর করে ধার নেওয়াটা মঙ্গল না অমঙ্গলের। বলা হয়, পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবসা, পড়াশোনা, বাড়ি কেনা, চিকিৎসার মতো কারণে ধার বা ঋণ নেওয়া হয়তো ভালো, কারণ তাতে জরুরি প্রয়োজন মেটানো যায় অথবা ভবিষ্যতে বেশি লাভের আশা আছে। একইভাবে দেশের ক্ষেত্রে রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, স্কুলের মতো স্থায়ী পরিকাঠামো ক্ষেত্র, যেখানে কর আদায়, জিডিপি বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ঋণ করা একেবারেই খারাপ নয়। এর উলটোটাও সমান সত্য। কোনো পরিবার ক্ষমতা না থাকলেও টিভি, মোবাইল কেনা, ভ্রমণ, বিয়ে বা দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্যের খরচ মেটাতে ধার করলে অনেকসময়েই তার পরিণতি ভালো হয় না। কারণ এর থেকে কোনো আয় তৈরি হয় না। অথচ সুদের বোঝা বাড়তেই থাকে। দেশের ক্ষেত্রেও ভরতুকি, বেতন, সুদ মেটানোর মতো অনুৎপাদনশীল খরচের জন্য ধার করলে ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেমন, ভারতের এই মুহূর্তে সরকারি ঋণ মোট জিডিপির ৮২ শতাংশ। অর্থাৎ, সংসারের ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি বা সম্পদ তৈরির কারণে ঋণ নিলে এবং দেশের ক্ষেত্রে জিডিপি ও কর্মসংস্থান বাড়ায় এমন কারণে ঋণ নেওয়া মঙ্গলজনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি যে, এই মুহূর্তে পরিবার ও দেশ— দুই জায়গাতেই 'ভালো' ঋণের তুলনায় 'খারাপ' ঋণের পাল্লা ভারী!

ছবিটা পরিষ্কার হয় রিজার্ভ ব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে। গত ৩০ জুন সর্বোচ্চ ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৬-এর মার্চ মাসে ভারতের পারিবারিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপির ৪৫.৫ শতাংশ। গৃহঋণ বাদ দিয়ে অন্যান্য খুচরো ভোগব্যয়ে ঋণের চাহিদার মাথা তোলাই এর কারণ। রিপোর্ট বলছে, সাধারণ কেনাকাটায় ধার করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সম্পদ তৈরির জন্য ঋণের প্রবণতা সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ, কৃষি ও ব্যবসায়িক ঋণকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এই অনুৎপাদনশীল

কেন্দ্রীয় সরকার সিংহভাগ ঋণই নিচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কী পারিবারিক, কী সরকারের ঋণ বৃদ্ধির মূল বিপদ হল, যদি আয় না বাড়ে অথচ ইএমআই/সুদের মতো খরচ বাড়তেই থাকে, তাহলে সেটা মস্ত বড়ো ফাঁদ।

পরিমাণ। এই প্রবণতায় স্পষ্ট, মানুষের হাতে টাকা কমছে, যা বিপজ্জনক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট উল্লেখ করে সংসদে জানিয়েছে, ২০২০ থেকে ২০২৫— এই পাঁচ বছরে দেশে পরিবার পিছু ঋণ টাকার অঙ্ক ৭.৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৫.৭ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। পাশাপাশি, এই সময়কালে পরিবারের সঞ্চয় অনেকটা কমেছে। আরবিআই-এর রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে, ক্রেডিটকার্ড পার্সোনাল লোন, বিদেশ লোনের মতো ধারের বহর দৈনন্দিন বাড়ছে।

সরকারের ঋণের চেহারাটা কী রকম? ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৯৭.১৮ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৭-এর মার্চ মাসের শেষে এই অঙ্ক বেড়ে ২১৪ লক্ষ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান। অর্থাৎ এক বছরে প্রায় ১৭.৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি পাবে। ঋণ-জিডিপির অনুপাত ৫৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে হতে পারে ৫৬.১ শতাংশ। এরমধ্যে সরকারের নেওয়া বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৬.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরকারি, বেসরকারি, কর্পোরেট, ব্যাংক মিলিয়ে গত বছরের মার্চের তুলনায় চলতি বছরের মার্চে ভারতের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ২ হাজার ৬৩০ কোটি ডলার। ফলে সব মিলিয়ে এখন বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। ঋণ-জিডিপির অনুপাত গত এক বছরে এক শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৮ শতাংশ। এই তথ্যে পরিষ্কার, কেন্দ্রীয় সরকার সিংহভাগ ঋণই নিচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কী পারিবারিক, কী সরকারের ঋণ বৃদ্ধির মূল বিপদ হল, যদি আয় না বাড়ে অথচ ইএমআই/সুদের মতো খরচ বাড়তেই থাকে, তাহলে সেটা মস্ত বড়ো ফাঁদ। প্রশ্ন উঠেছে, ক্রমেই সেই ফাঁদে আমরা আটকে যাচ্ছি না তো? আরও প্রশ্ন, সরকার কি সেই মান্ধাতার আমলের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' নীতি নিয়েই চলবে? আর ঋণের ফাঁসে হাঁসফাঁস করবে দেশবাসী?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রীভূমির দিক থেকে বাগুইআটি ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে দুর্ঘটনা। হাইটবার ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত মালবাহী গাড়ি। খানিকক্ষণ বন্ধ থাকে উড়ালপুল

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ায় জেলায় জেলায় বাড়ছে বিক্ষোভ

হাবড়া পুরসভায় ভাঙচুর ঘেরাও করলেন মহিলারা

সংবাদদাতা, হাবড়া: ভোটের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি, ভোটের পরে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ল্যাজে গোবরে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। প্রতিদিনই রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্তে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অন্নপূর্ণার টাকা না পাওয়া মহিলারা। শুক্রবার স্বরূপনগরের পর এবার শনিবার হাবড়া। এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে হাবড়া পুরসভায় ঢুকে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর চালান একদল মহিলা। গোলমালের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শান্ত হন বিক্ষোভরত মহিলারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন রাজ্য সরকারের দেওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জুন মাসে পেলেও জুলাই মাসে অনেকেই টাকা পাননি। আর তা নিয়ে কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল। অবশেষে হাবড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো মহিলা শনিবার দুপুরে পুর ভবনে হাজির হন। তাঁরা পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকদের কাছে জুলাই মাসের টাকা না পাওয়ার কারণ জানতে চান। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যায় তাঁরা খুশি হতে পারেননি। তখনই মহিলারা বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা পুরসভার ফিন্যান্স আধিকারিকের চেম্বারে যান। কিন্তু ফিন্যান্স আধিকারিক তখন তাঁর চেম্বারে ছিলেন না। তার পরই তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শুরু হয় ভাঙচুর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আন্দোলনকারী শুভশ্রী মজুমদার পাল বলেন, অন্নপূর্ণা প্রকল্পে অনেকেই প্রথম মাসের টাকা পেয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের টাকা জমা পড়েনি। মোবাইলে রিজেকটেড দেখাচ্ছে। আমরা মনে করি, পুরসভা থেকে কোনও কারসাজি করা হয়েছে। তাই, আমরা দ্বিতীয় মাসের টাকা পাইনি। অথচ ভোটার তালিকায় নাম নেই, দোতলা বাড়ি আছে, তেমন অনেকেই টাকা পেয়েছেন।

পুরসভার এক আধিকারিক মিঠুন মজুমদার বলেন, অন্নপূর্ণা যোজনায় আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই। আমরা শুধুমাত্র আবেদনকারীর তথ্যগুলি অন্নপূর্ণা যোজনার ওয়েবসাইটে আপলোড করেছি। কেন সেগুলো বাতিল হয়েছে তা আমরা বলতে পারব না।

হাবড়া পুরসভায় আন্দোলনকারী মহিলাদের জমায়েত। শনিবার।

অনলাইন থেকে অফলাইনের জাঁতাকলেই ফেঁসে অন্নপূর্ণা'রা

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : অনলাইন-অফলাইনের জাঁতাকলে বঞ্চিত অন্নপূর্ণা! জেলায় জেলায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মহিলারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা পাননি, এমন মহিলার সংখ্যা অসংখ্য। টাকা না পাওয়ার কারণ হিসেবে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং ব্লক অফিসের কর্মী-আধিকারিকরা বলছেন, অফলাইন-অনলাইন করতে গিয়ে অনেকেই তাঁদের তথ্য ভুল জমা দিয়েছেন। এজন্য নাকি তাঁদের ব্যাঙ্কে এখনও টাকা পৌঁছয়নি। অনেকে নিজেদের তথ্য গোপন করে ভুল তথ্য জমা করেছেন, এক্ষেত্রে এইসব উপভোক্তাদের নাম বাদ গেছে! দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ৩ হাজার টাকা না পেয়ে বহু মহিলা নতুন বিজেপি সরকারের উপর বেজায় চটেছেন। উপভোক্তাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পূজালি, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ পুরসভা এলাকায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বেশি ক্ষোভ-বিক্ষোভের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। উপভোক্তাদের অভিযোগ, ব্লক ও পুরসভার নির্দেশ মেনে অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দিলেও সেই ফর্ম অনলাইনে আপলোড না হওয়ায় তাঁরা সরকারি আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন!

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের কয়েক হাজার মহিলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অফলাইনে আবেদন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের জানানো হয়, আবেদনপত্র অনলাইনে আপলোড না হওয়ায় নতুন করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ফলে একই কাজ দ্বিতীয়বার করতে গিয়ে চরম হয়রানির মুখে পড়ছেন তাঁরা। তীব্র গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদন জমা দিতে গিয়ে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার মহিলারা। কুলপি ব্লকের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও এই অভিযোগ পাওয়া গেছে। ক্ষুব্ধ মহিলাদের বক্তব্য, প্রথম থেকেই যদি অনলাইনে আবেদন বাধ্যতামূলক করা হত, তাহলে অযথা সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হত না। প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাবের খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে! তাই উপভোক্তাদের দাবি, দ্রুত সমস্ত আবেদন যাচাই করে বকেয়া অর্থ তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে আর এমন প্রশাসনিক বিভ্রাট না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। দাবি তুলেছেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়া উদ্বিগ্ন উপভোক্তারা।

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দীপালি ভট্টাচার্য প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক দীপক হালদারকে লিখিত জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বহু গরিব পরিবারের মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩ হাজার টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেন হল এরকম? কাদের গাফিলতির জন্য হয়েছে? খতিয়ে দেখা উচিত! উপভোক্তাদের অনেকেই মন্তব্য করছেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে এক হাজার, দেড় হাজার টাকাই অনেক ভাল ছিল! তাতে সংসারের অনেক উপকার হত।

বারাসত-মধ্যমগ্রামে টোটো নিয়ে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ চালকেরা

সংবাদদাতা, বারাসত : প্রশাসনের সিদ্ধান্তে টোটোচালকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বারাসতে। আর বিক্ষোভ ঘিরে বিজেপি ও আরএসএসের আদর্শভিত্তিক শ্রমিক শাখা এবং সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম প্রধান সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের মধ্যে দ্বন্দ্বও বেধে গেল শনিবার। এদিন টোটোচালকদের নিয়ে বারাসাত রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনের তরফে বৈঠক হয়। সেখানে ছিলেন বারাসাতের এসডিও, আরটিও, এআরটিও, ডিএসপি ট্রাফিক এবং চাঁপাডালি ও কলোনি মোড়ের দুই ট্রাফিক ওসি। বৈঠকে টোটোচালকদের ডেকে প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় কোনও অবস্থাতেই যশোর রোড এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে (বর্তমানে এনএইচ ১২) উঠা যাবে না। উঠলে ফাইন হবে বা টোটো আটক করা হবে। শুধু তাই নয় রাজপথ ছেড়ে ভেতরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। শুধুমাত্র টোটোই নয়, যে সমস্ত অটোর বৈধ পারমিট নেই, সেগুলিকেও রাজপথ উঠতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। তথ্য বলছে বারাসত অঞ্চলে ১০ হাজার টোটো চলে। তার মধ্যে তিন হাজারের লাইসেন্স রয়েছে। বাকি সব বেআইনি।

বারাসত রবীন্দ্রভবনে টোটো চালকদের নিয়ে বৈঠকে প্রশাসন। ছিলেন এসডিও, আরটিও, পুলিশ ও ট্রাফিক কর্তারা।

আজ দক্ষিণে ভারী বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল। এর জেরে আজ থেকে-থেকে বৃষ্টি বাড়তে চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতায় অতি-ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি। একইসঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সকাল থেকেই মেঘলা থাকবে আকাশ। ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি হবে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ায়। এর জেরে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গ থেকে ভারী বৃষ্টির ভ্রুকুটি আপাতত কেটেছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হবে। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার-সহ ছয় জেলায়।

ছাত্র খুনে অভিযুক্ত ৩ বন্ধুর খোঁজে পুলিশ

সংবাদদাতা, বহরমপুর : বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহাদ বাদশাকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগ উঠল তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে বহরমপুর থানার কর্ণসুবর্ণের ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে তিন বন্ধু ফারহাদকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা খবর পান যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফারহাদের বুকে আঘাত করায় সে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর পাওয়ামাত্র পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় কর্ণসুবর্ণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা নিহত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে পাঠায়। বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে অভিযুক্তদের তল্লাশি শুরু করে পুলিশ।

রাজ্য
5 July, 2026 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারাসত পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিল্পী দাসের বাড়িতে হামলা। রেললাইন থেকে পাথর নিয়ে হামলা চালানো হয়। ঘটনার তদন্ত করছে বারাসত থানা

ঘরছাড়াকে ফেরাতে মোটা অঙ্কের টাকার দাবি

কাঠগড়ায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি

বসিরহাট

প্রতিবেদন : নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় ঘর ছাড়াকে ঘরে ফেরাতে মোটা অংকের টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বসিরহাট দক্ষিণের মন্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাটে। অভিযোগ, ২০২১-এর নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় ঘর ছাড়া হয় দক্ষিণ বিধানসভার পিফা পঞ্চায়েতের স্বেতপুর, গাজিপাড়া এলাকার সংখ্যালঘু পরিবার। শুধু মাত্র বিজেপি করার অপরাধে নাজমুলের ছোট দুধের শিশু থেকে স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মাও ঘর ছাড়া ছিল। পরবর্তীতে তাঁদের একের পর এক মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোরও অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঘরে ফেরানোর আশ্বাস দিয়ে বসিরহাট দক্ষিণের মন্ডল সভাপতি কুণাল ব্রহ্ম এবং তার সহযোগী, সদ্য যুব তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা জেলখাটা আসামি সৌভিক শীল প্রথম দফায় ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নাম করে এই টাকা চাওয়া হয়েছে। যেখানে অডিও ভাইরাল হয়েছে, এখানে শোনা যাচ্ছে, কুণাল ব্রহ্ম বলছেন, এই টাকা লালবাজার ও স্থানীয় পুলিশকে দিতে হবে সেটিং করতে হবে বলে দাবি করেন কুণাল ব্রহ্ম। যদিও এই অডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। এনিয়ে কুণাল ব্রহ্মর সঙ্গে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। পরে অবশ্য বসিরহাট থানার পুলিশ প্রশাসন ও বসিরহাট দক্ষিণের বিজেপি নেতা শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে গত ১ জুলাই ঘরে ফেরে ওই পরিবার।

উত্তাল সমুদ্রে আটক ভুটভুটি থেকে সাত মৎস্যজীবীকে উদ্ধার

সংবাদদাতা, ফ্রেজারগঞ্জ : বঙ্গোপসাগরে প্রতিকূল আবহাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে বড়সড় বিপদের মুখ থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন সাতজন মৎস্যজীবী। গভীর সমুদ্র থেকে ফেরার পথে তাঁদের চার সিলিন্ডারযুক্ত একটি ভুটভুটি বকখালির অদূরে জম্বুদ্বীপ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে লাটিমার চরে আটকে যায়। পরে ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যজীবীদের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রাণরক্ষা হল তাঁদের। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারমেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক বিজন মাইতি জানান, খারাপ আবহাওয়ার সতর্কবার্তা পাওয়ার পর গভীর সমুদ্র থেকে উপকূলে ফিরছিলেন ওই সাত মৎস্যজীবী। কিন্তু উত্তাল ঢেউ ও প্রতিকূল সামুদ্রিক পরিস্থিতির জেরে ভুটভুটিটি লাটিমার চরে আটকে পড়ে। খবর পেয়ে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে একদল মৎস্যজীবী ট্রলার নিয়ে উদ্ধার-অভিযানে যান। প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে তাঁরা চরে পৌঁছে আটকে-পড়া সাতজন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে উদ্ধার করে তাঁদের নিরাপদে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে নিয়ে আসেন। পরে আটকে পড়া ভুটভুটিটিও উদ্ধার হয়।

উদ্ধার-হওয়া সকল মৎস্যজীবী সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন বিজন মাইতি। বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচাতে মৎস্যজীবীদের এই দ্রুত ও সাহসী উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় ফের প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় সমুদ্রে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব বোঝা গেল।

টাকা চেয়ে বিজেপির দাদাগিরি আত্মহত্যার চেষ্টা তৃণমূল নেতার

প্রতিবেদন : বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চলছে বিজেপির দাদাগিরি। বর্ধমানে স্বরূপ রানার আত্মহত্যার ঘটনার পর ফের আরও এক তৃণমূল নেতা আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। এক্ষেত্রেও অভিযোগ উঠেছে, টাকার দাবি করে বর্ধমান ১ নং ব্লকের বিজেপি কর্মীরা চাপ দেওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই তৃণমূল নেতা ভোলানাথ মালিক। তিনি প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সুজয় মালিকের খুড়তুতো ভাই। দেওয়ানদিঘি থানার ভিটা খরিদ্দা গ্রামের বাসিন্দা ভোলানাথের আত্মহত্যার চেষ্টা নজরে পড়ায় তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয়। এখন সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই তৃণমূল নেতা ভোলানাথ।

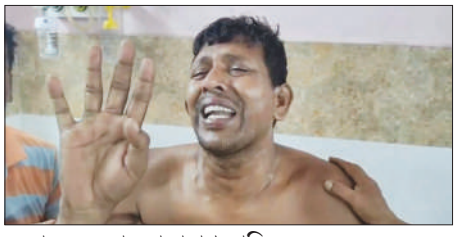

তৃণমূল নেতা ভোলানাথ মালিক।

হারানো ফোন ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলা পুলিশের তরফে ৩২০টি হারানো ও চুরি যাওয়া ফোন ফেরানো হল মালিকদের হাতে। শনিবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানে সেগুলি তুলে দেওয়া হয় মালিকদের হাতে। ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ জেলা পুলিশের অন্য কর্তারা। ফোন ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি মালিকেরা। থানায় বা জেলা পুলিশের বিশেষ পোর্টালে অভিযোগ করেই সমাধান হল বলে জানান তাঁরা।

শেষ হল প্রশিক্ষণ শিবির

প্রতিবেদন : শেষ হল বিধায়কদের প্রশিক্ষণ। বিধানসভা এবং পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি (প্রাইড)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল, নতুন বিধায়কদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী, আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া, প্রশ্নোত্তর পর্ব, কমিটি ব্যবস্থা, বাজেট এবং জনসেবায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া। ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যপাল আর এন রবি এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু জানিয়েছেন, আগামী ১০০ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সম্পূর্ণ কাগজবিহীন বা 'পেপারলেস' হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থও মঞ্জুর করেছে। সব ঠিক থাকলে, আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সম্পূর্ণ কাগজবিহীন হয়ে যাবে। সমস্ত নথিপত্র, কার্যসূচি এবং অন্যান্য কাজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

জগদ্দলে প্রকাশ্যে গুলি, জখম এক

সংবাদদাতা, জগদ্দল : সরকার বদলাতেই প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা। পুলিশ প্রশাসনের কাজকর্ম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তার ফলেই জগদ্দলে এবার বিজেপি কর্মীই আক্রান্ত হলেন দুষ্কৃতীদের হাতে। গুলির থেকে অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচল সক্রিয় বিজেপি কর্মী রাজুকুমার সাউয়ের। বিজেপির শাসনে বিজেপি কর্মীরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষ দিনদিন আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আক্রান্ত পরিবারের দাবি, জগদ্দল থানার অন্তর্গত বড় শ্রীরামপুর অঞ্চলে শুক্রবার রাতে বিজেপি কর্মী রাজুকুমার সাউ বাড়ির সামনে বসে গল্প করছিলেন। সেই সময় সেখানে আসে সুজিত চৌধুরী অরফে কালুয়া, এবং তার দলবল। প্রথমে তাদের গালিগালাজ করে তারপরে গুলি চালায়।

আপাতত হকার উচ্ছেদে না চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত সরকারের

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর আগে নাকি আর হকার উচ্ছেদ হবে না রাজ্যে! আগামী অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে হকার উচ্ছেদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। যদিও আদালতের স্থগিতাদেশের পর সরকারের এই সিদ্ধান্ত যে কেবলই লোক দেখানো, তা বলাই বাহুল্য। শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করে পশ্চিমবঙ্গ হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি অসিত সাহা জানিয়েছেন, সামনে দুর্গাপুজো। উৎসবের এই মরশুমে হকারদের জীবিকা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই কারণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আপাতত উচ্ছেদে স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। একইসঙ্গে, স্ট্রিট ভেন্ডর্স (জীবিকা সুরক্ষা ও রাস্তা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪ কার্যকর করা এবং হকারদের পুনর্বাসন নিয়েও নাকি ভাবনচিন্তা করছে শুভেন্দু-সরকার। তবে গত প্রায় ২ মাসে সবক্ষেত্রেই এই ভাঁওতাবাজ সরকারের মুখে কথা আর হাতের কাজ মিলছে না। এমনকী, কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষের জীবনজীবিকা কেড়ে নিয়েছে এই বুলডোজার সরকার। তাই এখন মুখে হকার উচ্ছেদ বন্ধ রাখা বা হকার পুনর্বাসনের গালগল্প দিলেও বাস্তবে তার কতটা প্রতিফলন দেখা যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

পুরুলিয়ার ছৌনাচের দল মাতিয়ে দিল ইউরোপ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌনৃত্য এবার ইউরোপের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ১২ থেকে ২৩ জুন বুলগেরিয়া ও স্লোভাকিয়ার বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশ নিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করলেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের চড়িদা গ্রামের প্রয়াত পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী ছৌনৃত্য দল। বুলগেরিয়ার এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল এবং স্লোভাকিয়ার মিয়াভা ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে আট সদস্যের এই দলটি ছৌ নৃত্য দেখিয়ে সবাইকে মোহিত করে দেয়। নেতৃত্ব দেন গম্ভীর সিং মুড়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্তিক সিং মুড়া। ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস-এর উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সফরের আয়োজন। দলের সঙ্গে ছিলেন জয়ন্ত সূত্রধর, যিনি প্রয়াত অনিল সূত্রধরের পুত্র। অনিল দীর্ঘদিন ধরে গম্ভীর সিং মুড়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌনৃত্যের এই সাফল্য শুধু জেলার নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের লোকসংস্কৃতির জন্যও গর্বের। এর আগেও এই দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছৌনৃত্য পরিবেশন করে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। দেশের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই সফর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রেফতার এক বাংলাদেশি নাগরিক। শনিবার দুপুরে হেমতাবাদের সমসপুর এলাকা থেকে। ধৃতের নাম মহম্মদ ফরিদুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কোতুয়ালি থানা এলাকায়

আমার বাংলা

5 July, 2026 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৫ জুলাই ২০২৬
রবিবার

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ায় উত্তরে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

সার্ভে কর্মীদের ঘিরে উত্তপ্ত কোচবিহার

সংবাদদাতা, কোচবিহার: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ায় শনিবার কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষার কাজে আসা দুই মহিলা সার্ভে কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল স্থানীয় মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হলেও বহু যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পৌঁছায়নি। এদিন সমীক্ষার কাজে দুই মহিলা কর্মী এলাকায় পৌঁছতেই তাঁদের ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন তারা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওই দুই সার্ভে কর্মী পক্ষপাতিত্ব করেছেন। বেছে বেছে কিছু মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত করছেন। এর ফলে বহু প্রকৃত উপভোক্তা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। তাঁরা অবিলম্বে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নতুন করে সমীক্ষা করার দাবি জানান। খবর পেয়ে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। পরে সার্ভে কর্মীদের নিরাপত্তার সঙ্গে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা বজায় থাকলেও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যদিও বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে, এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সার্ভে কর্মী বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়া নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ফলে প্রকল্পের সুবিধা বণ্টন এবং সমীক্ষা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বালুরঘাট

ভেরিফিকেশনের পরও বাতিল কেন? বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : প্রায় এক দেড় মাস আগেই অললাইন বা অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন করেছেন। ইতিমধ্যেই সে সমস্ত উপভোক্তার ভেরিফিকেশন হয়েছে। অথচ শুক্রবার রাতে হঠাৎ স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে দেখেন বেশিরভাগ আবেদনকারীর আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে। কেন বাতিল করা হল তার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক ও বালুরঘাট ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মহিলা। পরিস্থিতি সামলাতে দুটো জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, এক মাস বা তারও আগে কেউ অনলাইন কেউ অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন করেছিলেন। গত ১ তারিখ থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা অনেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অথচ তাঁরা কোনও টাকা পাননি। তাঁরা প্রাপক হওয়ার পরেও কী কারণে টাকা পেলেন না তা জানতে এসডিও ও ব্লক অফিসে এসেছেন। কেন এই হেনস্থা, তা নিয়েও বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে না আসায় জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত অফিসের বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে আধিকারিকদের সামনে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ, অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও নিয়ম মেনে আবেদন করার পরেও অনেক যোগ্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছয়নি। অনেকে ইতিমধ্যে টাকা পেয়েছেন, তবুও প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ মহিলারা আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিডিও অফিস ও পুরসভা দফতরে এমন বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত সদর বিডিও বিপ্লবকুমার বিশ্বাসের আশ্বাসে মহিলারা বাড়ি ফিরে যান।

পুলিশি হানায় ছক ভেস্তে গেল পাচারের, উদ্ধার ১৭ নাবালিকা

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : প্রায় দু ঘণ্টা পুলিশি অপারেশনে ভেস্তে গেল নারীপাচারের ছক। ইসলামপুরে নিষিদ্ধপল্লি থেকে উদ্ধার ১৭ নাবালিকা, ধৃত চার। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মারফত খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলে ইসলামপুরের চম্পাবাগ এলাকার নিষিদ্ধপল্লিতে অভিযান চালায় পুলিশ। চারদিক ঘিরে ফেলা হয়। ড্রোনের মাধ্যমে অবিরাম নজরদারি চালানো হয় এলাকা জুড়ে। দু ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় এই ১৭ জন নাবালিকা। বেশিরভাগই বিহারের বাসিন্দা। কিছু বাংলা ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের। এনিয়ে এদিন সাংবাদিকদের ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার রাকেশ সিং বলেন, কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এদের এখানে আনা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্যে রায়গঞ্জ সিডব্লুসিতে পাঠানো হয়েছে। ধৃত চারজনকে শনিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জর্দা নদী থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ময়নাগুড়ির আনন্দনগর এলাকায় জর্দা নদী থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার। নাম স্বপন বর্মন (৪৫)। ময়নাগুড়ির ময়নামাপাড়া কারখানা এলাকার বাসিন্দা। এদিন দুপুরে নদীতে স্নান করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় এক যুবক জলের ওপর কিছু ভাসতে দেখে কাছে গিয়ে দেখেন এক ব্যক্তির দেহ। তড়িঘড়ি ডাঙায় তোলা হয়। পুলিশ দেহটি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

পরপর ৫ গাড়িতে ডাম্পারের ধাক্কা

সংবাদদাতা, মালদহ : নারায়ণপুরে ফের ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। শনিবার সকালে বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি ডাম্পার পরপর পাঁচটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে জাতীয় সড়ক জুড়ে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, গাজোলমুখী ডাম্পারটি নারায়ণপুর-ঝিমুলি ক্রসিংয়ের কাছে পেছন থেকে একটি লরি-সহ একাধিক গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ডাম্পার, লরি-সহ কয়েকটি গাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সৌভাগ্যবশত কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।

আধার সংশোধনে রাতজেগে লাইন পোস্ট অফিসে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আধার কার্ড সংশোধন করতে গিয়ে চরম নাকাল সাধারণ মানুষ। ভোররাত থেকেই জলপাইগুড়ি প্রধান ডাকঘরের সামনে উপচে-পড়া ভিড়। শুক্রবার রাত ১টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। তীব্র গরম ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মিলছে না টোকেন, অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পোস্ট অফিসের মূল গেট খোলার অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার মানুষের দীর্ঘ লাইন। অধিকাংশ মানুষই বয়স্ক এবং ছোট শিশু কোলে থাকা মহিলারা।

পোস্ট অফিসের বাইরে দীর্ঘ লাইন দিয়ে রয়েছেন মানুষ।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, আধার কার্ডে নামের বানান বা ঠিকানায় ছোটখাট ভুলের কারণে তাঁরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ভুক্তভোগীদের একাংশের অভিযোগ, অনলাইনে এই সুবিধা বন্ধ রয়েছে, ফলে বাধ্য হয়েই দিনের পর দিন পোস্ট অফিসে চক্কর কাটতে হচ্ছে। স্থানীয়দের ক্ষোভ, 'অনলাইনে কাজ না হওয়ায় ভোরবেলা এসেও টোকেন মিলছে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়ছে, ফলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে।' পোস্ট অফিসের কর্মীদের মতে, প্রতি মাসে ৪ তারিখ করে একদিন আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টোকেন ইস্যু করা হয়। চাপের কারণে সব কাজ একদিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদলের উদাসীনতায় এই ভোগান্তি। সরকার প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি দেখলে এভাবে রাত জেগে রাস্তায় বসে থাকতে হত না।

আমার বাংলা
5 July, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে জেলায় জেলায় ক্ষুব্ধ মহিলাদের বিক্ষোভ

মহিলা পুলিশ দিয়ে সরাতে হল জোটবদ্ধ আন্দোলনকারীদের

প্রতিবেদন: গোটা রাজ্যের মতো এবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে বঞ্চিত মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল ঘাটালের দাসপুরেও। পয়লা জুলাই বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু হয়। ঘাটাল-দাসপুরের অনেকের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে ঢুকলেও দাসপুর ১ ও ২ নং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বহু মহিলাই অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। শুক্রবার দাসপুর ১ বিডিও অফিস ছাড়াও ব্লকের পাঁচবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, দাসপুর ২ ব্লকের সাহাচক গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দলে দলে মহিলারা জড়ো হয়ে বঞ্চনার অভিযোগে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর ফলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির তৈরি হয়। দাসপুর ১ ব্লক বিডিও অফিসে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। বিক্ষোভরত মহিলাদের সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে মাঠে নামতে হয়। সঙ্গে ছিল মহিলা পুলিশও। শেষ পর্যন্ত জয়েন্ট বিডিও সুজন দলুই মাইক হাতে বেশ কয়েকশো মহিলাক আশ্বস্ত করে বলেন, সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীরাই টাকা পেয়ে যাবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন। তাঁর র কথায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু অবিলম্বে সমস্যার সুরাহা না হলে ফের বিডিও এবং পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে জানিয়ে দেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা থেকে বঞ্চিত এলাকার মহিলারা।

দাসপুর ১ বিডিও অফিসে চলছে এলাকার মহিলাদের বিক্ষোভ।

আবেদন বাতিল হওয়ায় এসডিও কার্যালয়ে বঞ্চিতদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গোটা রাজ্য জুড়ে দিকে দিকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে প্রতিদিনই। এবার ক্ষোভের আঁচ দেখা গেল দুর্গাপুরে। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দফতরে ভিড় জমান বহু মহিলা। তাঁদের প্রাপ্য অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার টাকা এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা পড়েনি। এই অভিযোগ তুলে দফতরের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। এই নিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে অনলাইনে আবেদনপত্রের স্ট্যাটাসে 'বাতিল' বলে দেখানো হচ্ছে। কেন তাঁদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যাও তাঁরা পাননি। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাঁরা। এই বিষয়ে জানতে এবং সমস্যার সমাধানের আশায় এদিন সরাসরি দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দফতরে জড়ো হন বহু বঞ্চিত মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, সেখানেও নির্দিষ্ট কোনও উত্তর না দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ তারিখের পর আবার স্ট্যাটাস দেখে নিতে। এই জবাব পেয়ে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন উপস্থিত মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বারবার দফতরে ঘুরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। একদিকে অনলাইনে আবেদন বাতিল দেখাচ্ছে, অন্যদিকে দফতর থেকে অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত উপভোক্তারা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে যোগ্য আবেদনকারীদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

দুর্গাপুরে এসডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় মহিলারা।

রঘুনাথগঞ্জে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় উপস্থিত রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেস পরিচালন কমিটির সদস্য মৃত্যুঞ্জয় পাল, যুবনেতা শুভজিৎ হাজরা, আতাবুল হক, জানিরুল শেখ, ছাত্রনেতা রাহুল শেখ প্রমুখ নেতৃত্ব।

ছাঁটাই নিয়ে আন্দোলন তুলতে এসে বিক্ষোভের মুখে পুলিশ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের নামো সগড়ভাঙা এলাকার বেসরকারি ইস্পাত কারখানার গেট শনিবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। গেটের সামনে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলন তুলতে গেলে কোকওভেন থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। অভিযোগ, বিনা নোটিশে কর্মীদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, স্থানীয়দের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের নিয়োগ হচ্ছে। এই দাবিতে গত কদিন ধরেই কারখানার ৪ নম্বর গেট অবরোধ করে আন্দোলন চলছিল। শনিবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবীর রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী অবরোধ তুলতে গেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ কারখানার দুটি গেট খুলে দিলে আন্দোলনকারীরা সেখানেই অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন। অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে পুলিশি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই তিনতলা বাড়ি, দোকান, দগ্ধ এক পরিবারের ৩

সংবাদদাতা, আসানসোল : শুক্রবার গভীররাতে আচমকা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর সংলগ্ন আছড়া গ্রামে। আগুনে একটি তিনতলা বাড়ির একাংশ এবং নিচতলায় থাকা পোশাকের দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজন, যার মধ্যে রয়েছে ১২ বছরের এক কিশোরও। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ তিনজনেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামডি রোড এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী উদয় ঘোষের তিনতলা বাড়ির নিচতলায় একটি পোশাকের দোকান ছিল। দুর্গাপুজো উপলক্ষে দোকানে প্রচুর নতুন জামাকাপড়, শাড়ি-সহ বিভিন্ন পোশাক মজুত ছিল। তাই আগুন লাগার পরমুহূর্তেই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দোকানের অধিকাংশ মালপত্র পুড়ে যায়। জানা গিয়েছে, রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ হঠাৎই দোকানের ভিতর থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সেই সময় বাড়ির সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন। ধোঁয়ার গন্ধ ও শব্দ টের পেয়ে উদয়বাবু ঘরের দরজা খুলতেই বাইরে ছড়িয়ে থাকা আগুনের তীব্র শিখা তাঁদের গ্রাস করে। আগুনে উদয় ঘোষ, তাঁর স্ত্রী পম্পা ঘোষ এবং তাঁদের ১২ বছরের ছেলের হাত, পা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ দগ্ধ হয়ে যায়। চিৎকার শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যৌথ উদ্যোগে বাড়ির ছাদ দিয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। পরে আহত তিনজনকে দ্রুত পিঠাকিয়ারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট, বৈদ্যুতিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রেলের উচ্ছেদ অভিযান চলছে

সংবাদদাতা, বহরমপুর : শনিবার ফের উচ্ছেদ অভিযান চলল বহরমপুরের মধুপুর এলাকায়। বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে মধুপুর বেঙ্গল নাসারি সংলগ্ন রেলের জায়গায় অবৈধ নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হল। ২ জুলাইয়ের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। তারপরেই শনিবারের এই উচ্ছেদ অভিযান। মাথার উপর ছাদহারাদের দাবি, সরকারের পক্ষে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। ওভারব্রিজ নির্মাণের স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান বলে জানালেও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস মেলেনি। বাসিন্দা সুমিত্রা মাহাত, টুনু দাস, সরস্বতী দাস, নবব্রত ভট্টাচার্যরা ঘর হারিয়ে প্রশাসনকে দুষছেন। পরিবার নিয়ে কোথায় যাবেন চিন্তায় দিশেহারা তাঁরা।

বেলপাহাড়িতে ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুজোয় ভক্তদের ঢল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি এলাকায় কানাইশোর পাহাড়ে ঐতিহ্য ও লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হল বহুপরিচিত পাহাড়পুজো। প্রতিবছরের মতো এবারও ভোর থেকেই বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ পাহাড়ে গিয়ে পুজো ও প্রার্থনায় অংশ নেন। স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে এই পুজোর বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, পাহাড় দেবতার আশীর্বাদে এলাকার মানুষের সুখ-শান্তি, ভাল ফসল, সুস্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা মেলে। সেই বিশ্বাস ঘিরেই প্রতি বছর এই পুজোর আয়োজন হয়। পাহাড় চত্বরে বসে অস্থায়ী মেলা। বিভিন্ন ধরনের দোকান, স্থানীয় হস্তশিল্প, খাবারের স্টল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জমজমাট উৎসবের পরিবেশে দূরদূরান্তের বহু দর্শনার্থীও যোগ দেন। বেলপাহাড়ি থানার তরফে নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পেট্রোলে ইথানল মেশাচ্ছে ভারত। এই নিয়ে তুঙ্গে তরজা। কিন্তু এই ইথানল-মেশানো তেল কিনতে নারাজ ভুটান। জানিয়ে দিল সে-দেশের প্রশাসন

রামরাজত্বে দেদার চুরি মন্দিরে-মন্দিরে!

এবার বদ্রীনাথ ধামেও অনুদান তছরুপের গুরুতর অভিযোগ

দেরাদুন: অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুদানে তছরুপের গুরুতর অভিযোগের আবহেই এবার চারধামের অন্যতম পুণ্যভূমি বদ্রীনাথ ধামেও প্রণামীর অর্থ আত্মসাতের ছায়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি (বিকেটিসি)। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন বিকেটিসি-র সভাপতি হেমন্ত দ্বিবেদী। একইসঙ্গে অভিযুক্ত কর্মীদের কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যাও তলব করা হয়েছে।

সম্প্রতি 'ভৈরব সেনা' নামক একটি সংগঠন বদ্রীনাথ ধামে বড়সড় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে মন্দির কমিটির সভাপতির ব্যক্তিগত সহকারীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানায়। যদিও সভাপতি হেমন্ত দ্বিবেদী দাবি করেছেন, সামাজিক মাধ্যমে যাকে

তাঁর 'ব্যক্তিগত সচিব' বলা হচ্ছে, তিনি আসলে কমিটির একজন স্থায়ী সরকারি কর্মী এবং এর আগেও তিনজন প্রাক্তন সভাপতির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তবে তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি ভক্তের দান করা অর্থ নিয়ে এই ধরণের পুনরাবৃত্তিমূলক অভিযোগ দেশের প্রধান ধর্মীয় ট্রাস্ট ও কমিটিগুলোর স্বচ্ছতা ও নজরদারি ব্যবস্থার বড়সড় গলদকেই সামনে এনে দিচ্ছে। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সোহন সিং রাঙ্গড় জানিয়েছেন, অভিযোগ ওঠার পর বদ্রীনাথ মন্দির চত্বরের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সেই ফুটেজগুলো স্পষ্ট নয়। সিসিটিভি-র মতো প্রাথমিক নজরদারি ব্যবস্থার এই অস্পষ্টতা পুরো ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া ও মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সিইও অবশ্য জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি সভাপতিকে জানানো হয়েছে এবং ১৯৩৯ সালের বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি আইন ও কর্মী আচরণ বিধি অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে কোটি কোটি ভক্তের বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ভিত্তিহীন বা বিভ্রান্তিকর অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকারও অনুরোধ জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

রামমন্দিরে দৈনিক ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকা চুরি, সন্দেহ সিটের

অযোধ্যা: ডবল ইঞ্জিন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকা অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুদান তছরুপের ঘটনায় তদন্ত যত দ্রুত এগোচ্ছে, চুরির পরিধি ও ভয়াবহতা ততটাই স্পষ্ট হচ্ছে তদন্তকারীদের কাছে। বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে ব্যাংক আধিকারিকরা দৈনিক চুরির যে আনুমানিক খতিয়ান দিয়েছেন, তা চোখ কপালে তোলার মতো। ব্যাংক কর্মীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার আগে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে দৈনিক গড়ে ১৬ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা জমা পড়ত। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর আচমকাই সেই দৈনিক জমার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ থেকে ২৬ লক্ষ টাকা। এই হিসাবের ওপর ভিত্তি করেই তদন্তকারীরা অনুমান করছেন, প্রতিদিন ভক্তদের দেওয়া অনুদান থেকে প্রায় ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকা সুকৌশলে সরিয়ে নেওয়া হতো। মন্দিরের নগদ অর্থ গণনার দায়িত্ব স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা এই কাজের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করেছিল। মন্দিরের চারটি দানবাক্স থেকে টাকা বের করে ১১ জন ব্যাংক কর্মী ও ট্রাস্টের ৩ জন প্রতিনিধি-সহ মোট ১৪ জনের একটি দল তা গণনা করত। বর্তমানে এই জালিয়াতিতে এসবিআই-এর বেশ কয়েকজন কর্মীর ভূমিকাও গভীর সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। ঘটনার আর্থিক লেনদেন ও অর্থের উৎস গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে অযোধ্যা পুলিশ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে (ইডি)-কেও চিঠি লিখছে। এই অর্থ গণনার পুরো প্রক্রিয়ার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাংক থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী তথা মামলার প্রধান অভিযুক্ত সুভাষ শ্রীবাস্তব। দানবাক্স থেকে নগদ টাকা বের করে গণনা কক্ষে পাঠানো এবং শেষপর্যন্ত তা এসবিআই-এর কাছে হস্তান্তরের মূল কাজ ছিল তাঁরই। তবে সূত্রে জানা গেছে, ভক্তদের দান করা সোনার গহনার কোনও নিয়মতান্ত্রিক বা সুনির্দিষ্ট রেকর্ড রাখা হত না, যার ফলে গহনা চুরি করা আরও সহজ ছিল। এই চুরির ঘটনা প্রথম সামনে আসে গত ফেব্রুয়ারি মাসে। গণনা দলের একজন সদস্য ইনচার্জ সুভাষ শ্রীবাস্তবকে সরাসরি জানিয়েছিলেন যে টাকা চুরি হচ্ছে। কিন্তু শ্রীবাস্তব অত্যন্ত উদাসীনভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ঈশ্বর সব দেখছেন, এটা তো আর আপনার বা আমার ঘর

থেকে যাচ্ছে না!' সিট এ-পর্যন্ত এই মামলায় সুভাষ শ্রীবাস্তব-সহ অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, তিন্নু যাদব, লবকুশ মিশ্র, মণীশকুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে এবং রমাশঙ্কর মিশ্র নামে আট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার সিটের মুখোমুখি হতে হয় গণনা প্রক্রিয়ায় জড়িত কর্মী ও ব্যাংক আধিকারিকদের। ট্রাস্ট ও ব্যাংকের মধ্যকার চুক্তি কেন পুরোপুরি মানা হয়নি, নির্ধারিত নিয়মে কেন বদল করা হলো এবং জালিয়াতির সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও কেন তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি— এমন একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় ব্যাংক কর্তাদের। এমনকী নিরাপত্তার জন্য আনা একটি বেসরকারি সংস্থাকে কেন টাকা গণনার মতো সংবেদনশীল কাজে লাগানো হল, তা নিয়েও জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে। অন্য একটি চাঞ্চল্যকর তথ্যে ধৃত অবিনাশ শুক্লা পুলিশকে জানিয়েছে, চুরির টাকা মন্দিরের কাছের একটি পার্কে বসে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হত। তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের নিয়ে ভিকাপুরের কাছে ১৪ কোশী পরিক্রমা রুটের সেই পার্কে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন।

অন্যদিকে, তদন্তের আঁচ এবার এসে পড়েছে খোদ ট্রাস্টের শীর্ষ কর্তাদের ওপর। শুক্রবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টি অনিল মিশ্র ও গোপাল রাওকে দ্বিতীয়বারের জন্য ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে সিট। এই কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠার পর ইতিমধ্যেই এই তিনজনই ট্রাস্টের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সূত্রের খবর, সিট তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আয়ের উৎস নিয়ে জেরা করেছে। তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ খতিয়ান এবং সেই সংক্রান্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মন্দির নির্মাণ এবং জমি ক্রয়ের সময় বিপুল অঙ্কের কমিশন নেওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে অন্যায্য সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে অনিল মিশ্র ও গোপাল রাওকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গত কয়েক বছরে তাঁদের সম্পত্তি কীভাবে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল, বিশেষ করে অনিল মিশ্রর নতুন বাসভবন ও আয়ের উৎস কী, তা খতিয়ে দেখছে সিট। তদন্তের স্বার্থে ট্রাস্টের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট এবং সমস্ত আর্থিক নথি তলব করা হয়েছে এবং সিট পুরো অডিট রিপোর্টটি পুনরায় অন্য সংস্থা দিয়ে অডিট করানোর কথা বিবেচনা করছে।

মাথা উঁচু করে লড়বে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

তাড়াতাড়ি দলের সঙ্গে বেইমানি করে চলে গেলেন! আর বেইমানি করারও তো একটা সীমা থাকা উচিত! এটা তো পার্টির সঙ্গে বেইমানি না করে আপনারা তো সরাসরি বিজেপি করছেন! বিজেপি করবেন আবার তৃণমূল বলবেন এটা হতে পারে না! এটা আমাদের আদর্শ-বিরোধী। আপনারা যারা বেইমান-গদ্দাররা বিজেপির কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে তাদের কথা কথামতো চলছেন, বিজেপির স্পনসর্ড যাঁরা তাঁদের বলব, যদি সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে তো বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিন। বিজেপি দল ভাঙার চক্রান্ত করেছে। আপনারা ভাবেন কী! আমি মরে গেছি? তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মরে গিয়েছে নাকি!

নেত্রী বলেন, ক্ষমতা আপনার পক্ষে আছে বলে সরকার আপনার তাই আপনি তাকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করিয়ে প্রতীক কেড়ে নিতে পারেন! যদিও আমি জানি প্রতীক আপনাদের পক্ষে যাবে না! যদিও ভ্যানিশ কুমার বাবু আমাদের পার্টিকে ফিনিশ করার জন্য যা খুশি তাই করেছেন! মনে রাখবেন প্রতীক সেটাই হয়, যেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে। এই প্রতীক নিয়ে এক মাস বাইশ দিনের মাথায় আমি লড়াই করেছি। এখনও প্রয়োজনে গলায় সিম্বল ঝুলিয়ে আমি প্রচার করব তখন কি কন্ট্রোল করতে পারবেন! প্রাণে মারতে হবে তার জন্য। কাকে টার্গেট করেননি? কাকে মারেননি? মহুয়া-কল্যাণ-সহ আমার বাড়িতে টার্গেট করেছেন। কাউকে বেঁধে মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দিয়ে ডিম মেরে এসব করে। বাচ্চারা স্কুলে ডিম পায় না আর আপনারা হাট্টিমাটিম করে বেড়াচ্ছেন! এটা বাংলা সংস্কৃতি নয়।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁকে আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। কিন্তু মনে রাখবেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে তৃণমূলটা করেননি তা তো নয়! আপনি কংগ্রেস করতেন একদিন। আপনি নির্বাচনে হেরেছেন। আপনার জন্য বারবার যেতাম। আমার কর্তব্য ছিল, আমি কোনও কৃতিত্ব নিচ্ছি না। আপনিও ১০-১১ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ-এমপি হিসেবে আপনি মন্ত্রীও ছিলেন! আর এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছেন! এরপরও নেত্রীর বার্তা ২১ জুলাই হবেই। প্রয়োজনে রিকশার ওপর দাঁড়িয়ে সভা করব। নেত্রীর সংযোজন, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপারসন হিসেবে বলি, আমি জাতীয় স্তরটাও দেখব এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসটাও দেখব। আমি দলের কাজটাই ভাল করে করব। আমার তো এখন অন্য কোনও কাজ নেই! দলটাকে আরও ভাল করে দেখার সুযোগ পাব। কমিটিতে দু'জনকে যুক্ত করছি নতুন করে। ৩০/বি, হরিশ চ্যাটার্জির অফিসেই তৃণমূলের অফিস হিসেবে কাজ করবে। বিধায়ক মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষকে যুক্ত করছি কাজ করার জন্য। এই দু'জন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে থাকবেন। সুব্রত বক্সি অসুস্থ হওয়ায় সাময়িকভাবে একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর আজ থেকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব আমি নিজে নিচ্ছি। সংগঠনের বাকিটাও করে দিয়েছি। মনে রাখবেন আমরা আছি, থাকব।

২১ জুলাইয়ের সভা কোথায়, পরে জানিয়ে দেব

(প্রথম পাতার পর)

জুলাই শহিদ স্মরণের জন্য আমরা অনুমতি চেয়েছি। পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। একবার ভাবুন তো কেন? ইমাজিন করা যায়...! পুলিশ কখনও বলতে পারে যে, মধ্য থেকে উত্তর কলকাতায় অগাস্ট পর্যন্ত কোনও র‍্যালির অনুমতি নেই। এ আবার কী কথা! এ তো গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ! গায়ের জোরে অর্ডার! এখানে কোনও ১৪৪ নেই, সাম্প্রদায়িক হিংসার কোনও সম্ভাবনা নেই, তো কেন করছেন এসব? শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রোগ্রামটাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য? এরপরই প্রশাসনিক বাধাকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তৃণমূল সুপ্রিমো জানান, রিকশায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশে জুলাই হবেই। আপনারা ট্রেনে আসতে দেবেন না, বাসে আসতে দেবেন না, বেরতে দেবেন না, আমি সব কারসাজি জানি।

নেত্রীর কথায়, একটা জিনিস জেনে রাখুন, হৃদয় যখন নাড়া দেয়, কোনও বাধাই মানে না। একুশে জুলাই হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাতেই তিনি বলেন, বাঁধ ভেঙে দাও... ভাঙো... সন্ত্রাসের বাঁধ ভাঙো, শহিদ স্মরণে এসো...! কোনখানে আসবেন, সেটা আমরা পুলিশকে অনুমতি চেয়েছি। তা পেলে আপনাদের জায়গাটা জানিয়ে দেব।

ফের নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর দাবি, আমরা খুব ভাল মানুষ, তাই ইরানে শেষকৃত্যের জন্য ওদের এক সপ্তাহ ছুটি দিয়েছি

তিন আইআইটি বা আয়ুষ্মান ভারতের বাজেটের সমান

শ্রমিকদের ৯,৩৩০ কোটি টাকা দাবিহীন পড়ে রয়েছে ইপিএফে : আরটিআই রিপোর্ট

নয়াদিল্লি: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) স্কিম ২০২৬ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্র যখন প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাহকদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করেছে বলে প্রচার চালাচ্ছে, ঠিক তখনই সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা একটি এক্সক্লুসিভ আরটিআই (তথ্য জানার অধিকার) রিপোর্টে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের ৩০.৯১ লক্ষেরও বেশি নিষ্ক্রিয় ইপিএফ অ্যাকাউন্টে এখনও ৯,৩৩০ কোটি টাকারও বেশি আটকে রয়েছে।

গেজেটে বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর গত ২৯ জুন থেকে কার্যকর হওয়া এই নতুন ইপিএফ স্কিম, ২০২৬ আসলে পুরনো ১৯৫২ সালের ইপিএফ স্কিমকে প্রতিস্থাপন করেছে। প্রায় আট কোটি সক্রিয় ইপিএফও গ্রাহকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিয়মকানুন সহজ ও আরও বেশি ডিজিটাল করার লক্ষ্যে এই নতুন পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। তবে এই সংস্কারের পটভূমিতেই আরটিআই-এর জবাবটি শ্রমিক ও চাকরিজীবীদের অবসরকালীন সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ দাবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশে ৩০,৯১,৮৬২টি নিষ্ক্রিয় ইপিএফ অ্যাকাউন্ট ছিল, যেগুলিতে দাবিহীন অর্থের পরিমাণ প্রায় ৯,৩৩০ কোটি টাকা। এই নতুন আরটিআই তথ্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের তুলনায় সামান্য উন্নতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত ৩১ মার্চ, ২০২৫-এ নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩১.৮৩ লক্ষ, তা এক বছর পর কমে দাঁড়িয়েছে ৩০.৯১ লক্ষে—অর্থাৎ প্রায় ৯২,০০০ অ্যাকাউন্ট কমেছে। একই সময়ে এই অ্যাকাউন্টগুলিতে পড়ে থাকা দাবিহীন অর্থের পরিমাণ ১০,১৮১ কোটি টাকা থেকে ৮৫১ কোটি টাকা কমে হয়েছে ৯,৩৩০ কোটি টাকা। এই সামান্য হ্রাস সত্ত্বেও, পরিসংখ্যানটি সমস্যার গভীরতাকে তুলে ধরে। প্রায় ৩১ লক্ষ নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট এবং শ্রমিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার অবসরকালীন সঞ্চয় এখনও উপযুক্ত দাবির অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। এই দাবিহীন অর্থের বিশালত্ব

আরও ভালভাবে বোঝা যায় যখন এটিকে সরকারের কিছু বড় জনকল্যাণমূলক খরচের সাথে তুলনা করা হয়। জানা গিয়েছে, নিষ্ক্রিয় ইপিএফ অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা ৯,৩৩০ কোটি টাকা কেন্দ্র সরকারের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ প্রকল্প 'উড়ান'-এর পেছনে ২০১৬ সাল থেকে এপর্যন্ত হওয়া মোট খরচ ১০,১৬৯ কোটি টাকার প্রায় সমান। শুধু তাই নয়, এই অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের 'আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা'-র জন্য বরাদ্দ করা বাজেটেরও প্রায় সমতুল্য। অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৪ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী একটি আইআইটি প্রতিষ্ঠার খরচ ছিল ১,৭৫০ কোটি টাকা। মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে ২০২৬ সালে এই খরচ দাঁড়ায় প্রায় ২,৯৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই দাবিহীন ইপিএফ-এর টাকা দিয়ে অনায়াসে তিনটি আইআইটি তৈরি করা সম্ভব এবং তার পরেও ৫০০ কোটি টাকার বেশি উদ্বৃত্ত থাকবে। এই তুলনাটি কেবল শ্রমিকদের সঞ্চয়ের বিশাল অঙ্কটি বোঝানোর জন্যই দেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে এই ধরনের নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে কি না, তা জানতে চাওয়া হলে ইপিএফও জানিয়েছে যে তারা কেবল ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের তথ্যই দিতে সক্ষম। তাদের জবাবে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরেই 'ইনঅপারেটিভ অ্যাকাউন্টস সেল' (আইএসি) গঠন করা হয়েছে এবং এর আগের বছরগুলির তথ্য এই সেলের কাছে সংরক্ষিত নেই। এর পাশাপাশি, আরটিআই আবেদনে কতগুলি নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট আধার কার্ডের সাথে যুক্ত, সেগুলিতে কত টাকা রয়েছে এবং সেগুলির স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তির (অটো-সেটেলমেন্ট) স্থিতি কী, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইপিএফও এই তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে এবং আরটিআই আইনের ধারা ৮(১)(ই) প্রয়োগ করে, যা বিশ্বাসভঙ্গ বা গোপনীয়তার সম্পর্কের কারণে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা তথ্য প্রকাশ থেকে অব্যাহতি দেয়।একইসাথে ইপিএফও-র কাছে জানতে চেয়েছিল যে ৫ লক্ষ টাকার বেশি ব্যালেন্স রয়েছে এমন নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কত। সংস্থাটি উত্তর দেয় যে এই ধরনের তথ্য নির্দিষ্ট বিন্যাসে সংরক্ষণ করা হয় না এবং তাই আরটিআই আইনের অধীনে এটি সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে, এই আরটিআই রিপোর্টটি ভারতের অবসরকালীন সঞ্চয় ব্যবস্থার একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জকে সামনে এনেছে। নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমলেও প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে অবদান বন্ধ করার বহু বছর পরেও শ্রমিকদের হাজার হাজার কোটি টাকা এখনও দাবিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্য শুরু, অংশ নিচ্ছে ভারত-সহ ১০০ দেশ

তেহরান ও মাশহাদ: ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইর সাত দিনব্যাপী শেষকৃত্য ও শোকমিছিল অনুষ্ঠান শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত। ইরান ও ইরাকের বেশ কয়েকটি শহরে শোকমিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মাশহাদ শহরে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে। শুক্রবার ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতাকায় মোড়ানো এবং ওপরে তাঁর কালো পাগড়ি রাখা খামেনেইয়ের কফিনটি অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। তাঁর পাশে নিহত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মরদেহও রাখা হয়েছিল, যার মধ্যে তাঁর ১৪ মাস বয়সী নাতনির ছোট কফিনটিও ছিল। জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে অনুপস্থিত ছিলেন খামেনেইয়ের পুত্র ও উত্তরসূরি মোজতবা খামেনেই। জানা গেছে, নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে তিনি এতে যোগ দেননি। যে হামলায় তাঁর বাবা নিহত হয়েছিলেন, সেই একই হামলায় মোজতবা নিজেও গুরুতর আহত হন বলে খবর। এরপর থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত রেকর্ড করা বার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এদিন প্রয়াত খামেনেইয়ের অনুষ্ঠানস্থলের ফটক খোলার পরই হাজার হাজার শোকগ্রস্ত মানুষ সেখানে প্রবেশ করেন এবং বিশাল এই প্রাঙ্গণের মূল চত্বরটি জনসমুদ্র হয়ে ওঠে। শোক প্রকাশ করতে আসা মানুষেরা প্রতিশোধের প্রতীক হিসেবে লাল ব্যানার বহন করছিলেন এবং 'আমেরিকা-ইজরায়েল নিপাত যাক' ও 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' বলে

স্লোগান দিচ্ছিলেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনীর যৌথ বিমান হামলায় ৮৬ বছর বয়সী আলি খামেনেই এবং তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্য নিহত হন। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে পূর্বনির্ধারিত দাফন প্রক্রিয়া পিছিয়ে জুলাই মাসে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর থেকে খামেনেই ইরান পরিচালনা করে আসছিলেন। খোমেনি যেখানে বিপ্লবের আদর্শিক ভিত্তি গড়েছিলেন, সেখানে খামেনেই ইরানের সামরিক ও আধাসামরিক কাঠামোকে শক্তিশালী রূপ দেন। শুক্রবার তেহরানে বিশ্বনেতা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের উপস্থিতির মাধ্যমে এই শোকানুষ্ঠান শুরু হয়। ৪ ও ৫ জুলাই তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লা প্রাঙ্গণে সাধারণ জনগণের জন্য তাঁর কফিন রাখা হবে, যা ইরানের অন্যতম বৃহৎ প্রার্থনা কেন্দ্র। এরপর ৬ ও ৭ জুলাই তেহরান থেকে শোকমিছিল শিয়া ইসলামের অন্যতম পবিত্র শিক্ষা কেন্দ্র কোমে পৌঁছাবে, যেখানে খামেনেই নিজে পড়াশোনা করেছিলেন। ৮ জুলাই কফিন ইরাকের নাজাফ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা জানানো হবে। এরপর নাজাফ ও কারবালার পবিত্র মাজার প্রাঙ্গণে জনসাধারণের অংশগ্রহণে শোক মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত পবিত্র এই স্থানগুলোতে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের সমাধি রয়েছে, যা শিয়া সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু। অবশেষে ৯ জুলাই খামেনেইয়ের মরদেহ ইরানের সবচেয়ে পবিত্র শহর মাশহাদের ইমাম রেজা মাজারে দাফন করা হবে। মাশহাদ শহর ১৯৩৯ সালে জন্ম নেওয়া খামেনেইর জন্মস্থানও বটে। ইরানের এই রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যে অংশ নিতে ভারত থেকে একটি সর্বদলীয় ও আন্তঃধর্মীয় প্রতিনিধি দল তেহরানে পৌঁছেছে। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিহারের গভর্নর ও প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আতা হাসনাইন, ভারতের পররাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা, প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সলমান খুরশিদ, জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) সভাপতি মেহবুবা মুফতি, কংগ্রেস সাংসদ পবন খেরা এবং জম্মু ও কাশ্মীর আঞ্জুমান-ই-শারী শিয়ানের সভাপতি আগা সৈয়দ হাসান মোসাভি আল সাফাভি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়ালে নতুন শতাব্দী পত্রিকা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় রণজিৎ বিশ্বাস সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ 'বিশ্বের উদ্ধৃতি সংকলন'। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

কোনান ডয়েলের প্রথম হোমস-কাহিনি
আ স্টাডি ইন স্কারলেট

শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনি 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট'। লেখক আর্থার কোনান ডয়েল। ৭ জুলাই তাঁর প্রয়াণদিবস। তার আগে পাঠক-সমাদৃত বইটির উপর আলোকপাত করলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

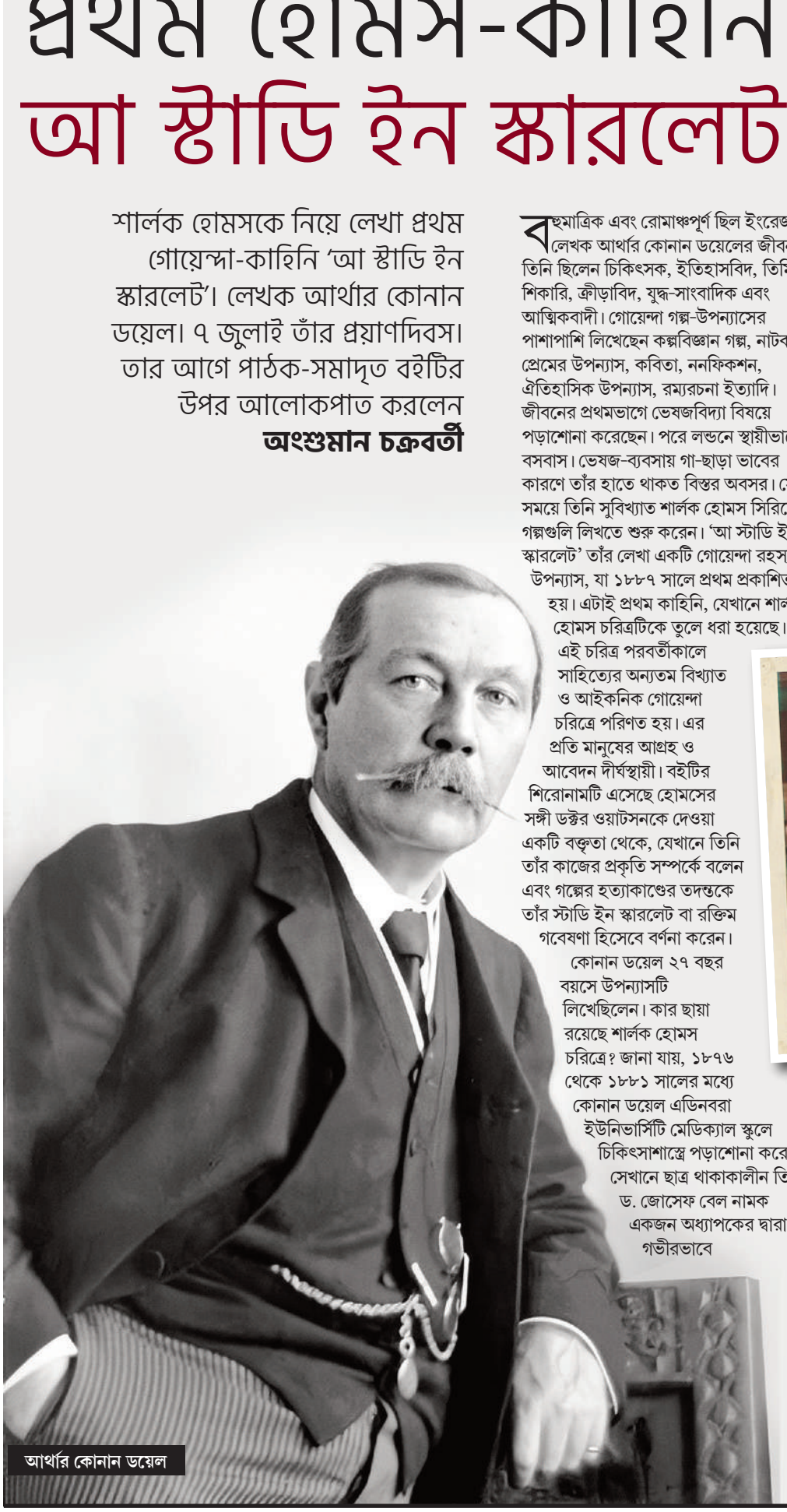
আর্থার কোনান ডয়েল

বহুমাত্রিক এবং রোমাঞ্চপূর্ণ ছিল ইংরেজ লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের জীবন। তিনি ছিলেন চিকিৎসক, ইতিহাসবিদ, তিমি শিকারি, ক্রীড়াবিদ, যুদ্ধ-সাংবাদিক এবং আত্মিকবাদী। গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি লিখেছেন কল্পবিজ্ঞান গল্প, নাটক, প্রেমের উপন্যাস, কবিতা, ননফিকশন, ঐতিহাসিক উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি। জীবনের প্রথমভাগে ভেষজবিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস। ভেষজ-ব্যবসায় গা-ছাড়া ভাবের কারণে তাঁর হাতে থাকত বিস্তর অবসর। সেই সময়ে তিনি সুবিখ্যাত শার্লক হোমস সিরিজের গল্পগুলি লিখতে শুরু করেন। 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' তাঁর লেখা একটি গোয়েন্দা রহস্য উপন্যাস, যা ১৮৮৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটাই প্রথম কাহিনি, যেখানে শার্লক হোমস চরিত্রটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই চরিত্র পরবর্তীকালে সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত ও আইকনিক গোয়েন্দা চরিত্রে পরিণত হয়। এর প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। বইটির শিরোনামটি এসেছে হোমসের সঙ্গী ডক্টর ওয়াটসনকে দেওয়া একটি বক্তৃতা থেকে, যেখানে তিনি তাঁর কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন এবং গল্পের হত্যাকাণ্ডের তদন্তকে তাঁর স্টাডি ইন স্কারলেট বা রক্তিম গবেষণা হিসেবে বর্ণনা করেন।

কোনান ডয়েল ২৭ বছর বয়সে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। কার ছায়া রয়েছে শার্লক হোমস চরিত্রে? জানা যায়, ১৮৭৬ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কোনান ডয়েল এডিনবরা ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করেন। সেখানে ছাত্র থাকাকালীন তিনি ড. জোসেফ বেল নামক একজন অধ্যাপকের দ্বারা গভীরভাবে

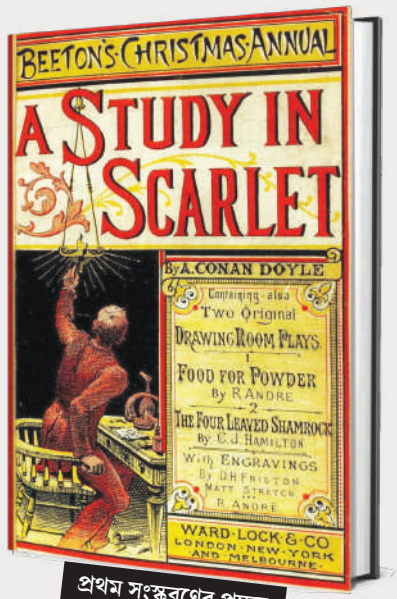

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই অধ্যাপক রোগীদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরিচিত ছিলেন। কোনান ডয়েলের সৃষ্ট চরিত্র শার্লক হোমসের উপর ড. বেলের বিশেষ প্রভাব ছিল।

'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' হল মূল সাহিত্যিক ধারার চারটি পূর্ণদৈর্ঘ্য উপন্যাসের মধ্যে একটি। কী আছে কাহিনিতে? ডক্টর জন এইচ ওয়াটসন বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা একসঙ্গে একটি খুনের মামলার সমাধান করেন। সেই সময়

'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' চলচ্চিত্রের পোস্টার

ওয়াটসন হোমসের অনুমানের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হন।

উপন্যাসটি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি ডক্টর ওয়াটসনের জবানিতে বর্ণিত। এতে ১৮৮১ সালে এক সাধারণ বন্ধুর মাধ্যমে হোমসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সেই প্রথম রহস্যের বর্ণনা রয়েছে, যেখানে তিনি হোমসের তদন্ত অনুসরণ করেছিলেন। রহস্যটি লন্ডনের ব্রিক্সটনের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে পাওয়া একটি মৃতদেহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এর কোনও কৃতিত্ব না পেলেও, হোমস মামলাটি সমাধান করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অপরাধস্থলে হারিয়ে যাওয়া বিয়ের আংটিকে কাজে লাগিয়ে একটি পরিকল্পনা করেন। আংটির মালিকের খোঁজ চেয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। পরে হোমসের কাছে এক বৃদ্ধা এসে আংটিটির মালিকানা দাবি করেন। হোমস সেই বৃদ্ধাকে অনুসরণ করেন, যিনি ছদ্মবেশী কোনও পুরুষ হতেও পারেন বা নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনি পালাতে সক্ষম হন। কয়েক মিনিট পর, মামলার দায়িত্বে থাকা একজন পুলিশ গোয়েন্দা হোমসের সঙ্গে দেখা এবং দাবি করেন যে মামলাটির সমাধান হয়ে গেছে এবং খুনি এখন জেলে বন্দি। গোয়েন্দা কীভাবে মামলাটি সমাধান করেছেন তার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর, দ্বিতীয় পুলিশ গোয়েন্দা এসে জানান যে, আরও একটি খুন হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে পুলিশ যাকে গ্রেফতার করেছে সে নির্দোষ। পুলিশ এখন পুরোপুরি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উভয় গোয়েন্দাই কোনও সূত্র খুঁজে পাননি। জবাবে হোমস ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজেই খুনের রহস্য সমাধান করেছেন এবং শীঘ্রই হত্যাকারীকে গ্রেফতার করবেন। যাত্রার জন্য ব্যাগ গোছানোর ভান করে তিনি অপেক্ষারত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তাঁর মালপত্র ওঠাতে বলেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার তাঁর ঘরে প্রবেশ করামাত্রই হোমস হাতকড়া বের করে তাকে গ্রেফতার করেন এবং গর্বের সঙ্গে বলেন, ইনিই দু'জনের হত্যাকারী।

গল্পের দ্বিতীয়ার্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মরমন সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে এগিয়ে যায়। এতে ড্যানাইটদের একটি চিত্রায়ণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ব্রিগহাম ইয়ং-কে কিছুটা খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যায়। গল্পটি একজন সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। শেষ দুটি অধ্যায়ে হোমসের তদন্তের বিষয়ে ওয়াটসনের বিবরণ এবং তারপর হোমসের নিজের সমাধানের ব্যাখ্যায় ফিরে আসে। এই দুটি অধ্যায়ে উপন্যাসের দুটি অংশের মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরাধটির মূল উদ্দেশ্য হল হারানো ভালবাসা এবং প্রতিশোধ। গল্পটি টানটান। রোমাঞ্চকর। ঝরঝরে ভাষায় লেখা। তবে কিছু ছোটখাটো অসঙ্গতি রয়েছে, যা পরবর্তী অংশের সঙ্গে মেলে না।

প্রথমে উপন্যাসের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আ ট্যাঙ্গেলড স্কিন'। কিন্তু পরে তা বদলে রাখা হয় 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট'। ইংরেজিতে লেখা ৯৬ পৃষ্ঠার পাঠক-সমাদৃত বইটির প্রকাশক ছিল ওয়ার্ড লক এন্ড কোঃ। আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা ৫৬টি গল্প ও ৪টি উপন্যাসের মধ্যে এটা অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন কুলদারঞ্জন রায়। পরবর্তীতে 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' চলচ্চিত্রায়িত হয়। ১৯৩৩ সালের ১৪ মে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি পরিচালনা করেন এডউইন এল মারিন। শার্লক হোমস চরিত্রে দেখা যায় রেজিনাল্ড ওয়েনকে। যদিও চলচ্চিত্রের কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের খুব বেশি মিল ছিল না। জানা যায়, প্রযোজকেরা কেবল শিরোনামের স্বত্ব কিনেছিলেন, কাহিনির নয়।

রবিবার
5 July, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাতিমার্কা ব্যানার এবং বীরেন্দ্রনাথ

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি ছিলেন স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসী, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রসারিত হয়েছিল দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের পরিসর। আজ জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সময়ের থেকে বহুগুণ এগিয়ে ছিলেন। সাহিত্যবোধ ও শিল্পচেতনা ছিল প্রখর। স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসী, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। কখনও বিচলিত হতেন না। চলতেন না অন্যের কথায় বা ভরসায়। নিজে যা ভাবতেন, তাই করতেন। গত শতকের বিশের দশকে ইংল্যান্ড থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ফিরে কলকাতা কর্পোরেশনে শুরু করেছিলেন কনট্রাক্টরি। কিন্তু তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পাশাপাশি শিল্পীসুলভ মন থাকায় চাইছিলেন নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। তখন বাংলা বা ভারতীয় সিনেমার গোড়ার যুগ। দ্রুত কর্মক্ষেত্র বদল করে চলে এলেন ছবির জগতে। তৈরি করলেন নিউ থিয়েটার্স। তিনি বীরেন্দ্রনাথ সরকার। বি এন সরকার নামেই মানুষজন তাঁকে চিনতেন বা জানতেন।

১৯৩১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল নিউ থিয়েটার্স। তিনি কিন্তু সিনেমায় অর্থ বিনিয়োগ করে নিছক ব্যবসায় মেতে ওঠার মতো মানুষ ছিলেন না। ভারসাম্য ব্যাপারটা চমৎকার বুঝতেন। একদিকে যেমন জানতেন ভাল ছবি করাটাই শেষ কথা, তেমন এও মানতেন আসল পরীক্ষা সেই ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যে।

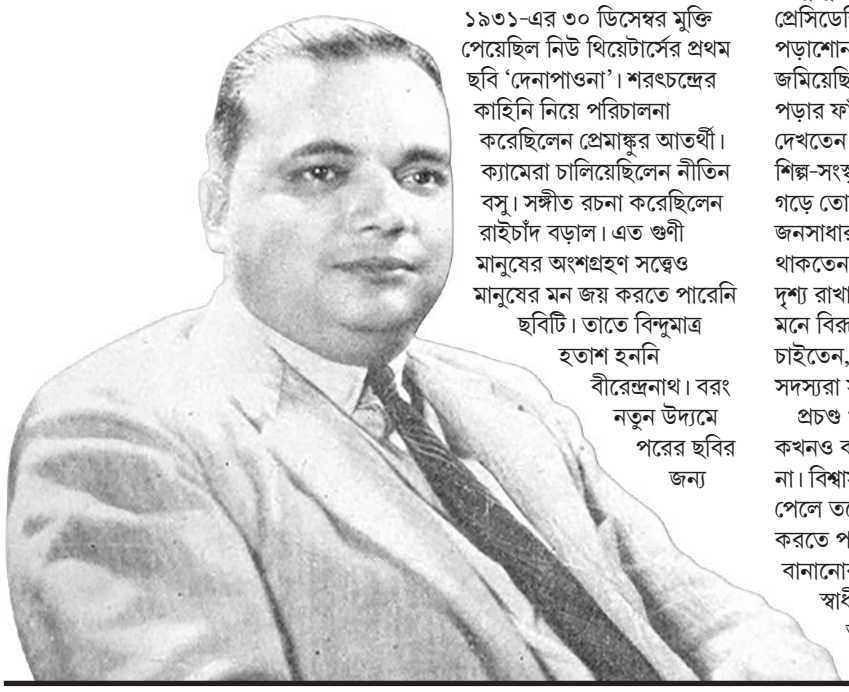

১৯৩১-এর ৩০ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি ‘দেনাপাওনা’। শরৎচন্দ্রের কাহিনি নিয়ে পরিচালনা করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। ক্যামেরা চালিয়েছিলেন নীতিন বসু। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এত গুণী মানুষের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও মানুষের মন জয় করতে পারেনি ছবিটি। তাতে বিন্দুমাত্র হতাশ হননি বীরেন্দ্রনাথ। বরং নতুন উদ্যমে পরের ছবির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯২৬ সালে ‘নটীর পূজা’র অভিনয়ে প্রথমবার দেখা যায় নাচ ও গানের যুগলবন্দি। সাড়া-জাগানো সেই মঞ্চনাট্য দারুণভাবে টেনেছিল বীরেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঞ্চনাট্যকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। চুক্তি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। শর্ত ছিল, টিকিট বিক্রির আয়ের অর্ধেক শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর তহবিলে যাবে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথের বেশ আগ্রহ জন্মেছিল চলচ্চিত্র মাধ্যমটি নিয়ে। ১৯২৯-এ ব্রিটিশ ডমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড তাঁর ‘তপতী’ নাটক অবলম্বনে সিনেমা করেছিল। অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই তাঁর সিনেমায় প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু প্রথম পরিচালনা করলেন ‘নটীর পূজা’-য়। যদিও সেই ছবির বিজ্ঞাপনে কোথাও পরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছিল না। গল্প এবং চিত্রনাট্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, জানানো হয়েছিল এমনটাই। যাই হোক, ১৯৩১-এর শেষের দিকে নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ফ্লোরে ‘নটীর পূজা’-র শুটিং শুরু হয়েছিল। শুটিংয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গোটা সিনেমার শুটিং করতে লেগেছিল চার দিন। কারণ ওটা সিনেমার শুটিংই ছিল না, ছিল নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ। সম্পাদনার পর সিনেমার চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছিল ১০,৫৭৭ ফুট। তৈরি হয়েছিল ছবির প্রচার পুস্তিকা, চালানো হয়েছিল ব্যাপক প্রচারও। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩২-এর ২২ মার্চ। বক্স অফিসে চরম ব্যর্থ হয়েছিল ‘নটীর পূজা’। প্রেক্ষাগৃহে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন দর্শকরা।

এবারেও ভেঙে পড়েননি বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর এই অনমনীয় ব্যক্তিত্বের পিছনে ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। ফার্স্টবুক-এর রচয়িতা শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার ছিলেন তাঁর পিতামহ। আইনবিদ পিতা নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন অবিভক্ত বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯০১ সালের ৫ জুলাই জন্ম বীরেন্দ্রনাথের। পরে হিন্দু স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে বিলেতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ফাঁকে ফাঁকে চুটিয়ে থিয়েটার দেখতেন। তখন থেকেই সম্ভবত শিল্প-সংস্কৃতির জাতীয় অভিনিবেশ গড়ে তোলার চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরত। জনসাধারণের রুচি নিয়েও সজাগ থাকতেন সব সময়ে। ছবিতে এমন কোনও দৃশ্য রাখা পছন্দ করতেন না, যা দর্শকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি চাইতেন, তাঁর সিনেমা ভদ্র পরিবারের সদস্যরা সবাই একসঙ্গে বসে দেখবেন।

প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে ছিলেন, তবে স্টুডিয়োয় কখনও কারও কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। বিশ্বাস করতেন, শিল্পীরা স্বাধীনতা পেলে তবেই তাঁরা তাঁদের সেরা সৃষ্টিটি করতে পারেন। নিউ থিয়েটার্সে ছবি বানানোর প্রতিটি বিভাগে ছিল অবাধ স্বাধীনতা। নানা নিরীক্ষা আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কলাকুশলীরা তাঁদের কাজের উৎকর্ষের প্রমাণ দিতেন প্রতিনিয়ত। প্লেব্যাক প্রথার উদ্ভাবন হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সে। সেখান থেকেই সেই প্রথা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। গানটি আগে থেকেই রেকর্ড করে নিয়ে, পরে শিল্পীদের লিপ মুভমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে ছবি তুললে এক অভিনব ফল পাওয়া যেতে পারে, মনে হয়েছিল তাঁদের। সাফল্য পেয়েছিলেন হাতেনাতে।

বড় মনের মানুষ ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তবে পারতপক্ষে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রসারিত হয়েছিল চলচ্চিত্র শিল্পের পরিসর। দেশভাগ-দাঙ্গায় যখন দর্শকের একটা বড় অংশ হারিয়ে গিয়েছিল সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শকাভাবে ছবির বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তখনও বীরেন্দ্রনাথ তাঁর নিউ থিয়েটার্সকে ছেঁটে ছোট করেননি। নির্দ্বিধায় নিজের সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির ব্যয়ভার চালু রেখেছিলেন।

‘বিদ্যাপতি’ ছবির একটি দৃশ্য

বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, কুন্দনলাল সায়গল, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, প্রমথেশ বড়ুয়া, তুলসী চক্রবর্তী, দেবকী বসু, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল রায়, হিরেন বসু, তুলসী লাহিড়ী, ফণি মজুমদার, অমর মল্লিক, হেমচন্দ্র চন্দ্র, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র, সুরেন সেন, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, পৃথ্বীরাজ কাপুর, পাহাড়ি সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। ‘পুনর্জন্ম’, ‘মহব্বত কে আঁসু’, ‘জিন্দা লাশ’, ‘চিরকুমার সভা’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘চণ্ডীদাস’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মাসতুতো ভাই’, ‘সীতা’, ‘মীরাবাই’, ‘এক্সকিউজ মি স্যার’, ‘রূপলেখা’, ‘মহুয়া’, ‘দেবদাস’, ‘অবশে’, ‘ভাগ্যচক্র’, ‘গৃহদাহ’, ‘মায়া’, ‘দিদি’, ‘মুক্তি’, ‘অর্ঘ্য’, ‘বিদ্যাপতি’, ‘অভিজ্ঞান’, ‘অচিনপ্রিয়া’, ‘সাথী’, ‘অধিকার’, ‘বারাদিদি’, ‘সাপুড়ে’, ‘রজত জয়ন্তী’, ‘জীবন মরণ’, ‘পরজয়’, ‘ডাক্তার’, ‘অভিনেত্রী’, ‘নর্তকি’, ‘পরিচয়’, ‘প্রতিশ্রুতি’, ‘শোধবোধ’, ‘মীনাক্ষী’, ‘প্রিয় বান্ধবী’, ‘কাশীনাথ’, ‘উদয়ের পথে’, ‘দুই পুরুষ’, ‘বিরাজ বউ’, ‘নার্স সিসি’, ‘রামের সুমতি’, ‘প্রতিবাদ’, ‘অঞ্জনগড়’, ‘মন্ত্রমুগ্ধ’, ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’, ‘রূপকথা’ প্রভৃতি ছবি প্রযোজনা করেছেন বীরেন্দ্রনাথ। বাংলা, হিন্দি, উর্দু, তামিল, তেলুগু, ইংরেজি-সহ বিভিন্ন ভাষায় প্রায় একশো পঁয়ষট্টিটি ছবি তৈরি হয়েছিল নিউ থিয়েটার্সের ব্যাপারে। হাতিমার্কা ব্যানারে শেষ ছবি ‘বকুল’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তার পরে ছবি প্রযোজনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। তবে সিনেমা-সংক্রান্ত গঠনমূলক কাজে কখনও পিছ-পা হননি। জীবনে পেয়েছেন বহু পুরস্কার ও সম্মাননা। ১৯৭২ সালে পান পদ্মভূষণ এবং দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। চিরবিদায় নেন ১৯৮০ সালের ২৮ নভেম্বর। বাঙালি উদ্যোগপতি থেকে দেশের সিনেমায় নতুন যৌবনের দূত হয়ে উঠেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। যতদিন ভারতীয় সিনেমা থাকবে, ততদিন থেকে যাবে নিউ থিয়েটার্স এবং তাঁর নাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

5 July, 2026 • Sunday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

বাংলার বর্ষা ঝড়, জল, কাদা, বন্যার বাস্তবতার ঊর্ধ্বে উঠে রূপে, লাবণ্যে, আবেগে, আদরে সে কল্লোলিনী। আষাঢ়-শ্রাবণে বানভাসি হয় বর্ষা-প্রিয় বাঙালি মন। সৃষ্টির আদি হতে যে ঋতুটি জুড়ে রয়েছে আমাদের মনে, মননে। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের কলম থেকে পরিচালকের লাইট, সাউন্ড, অ্যাকশনেও বর্ষার দাপুটে আনাগোনা। লিখলেন **অনির্বাণ ঘোষ**

‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে...’ ছয় ঋতুর বাংলায় বর্ষা যেভাবে তার রূপ, লাবণ্য আর যৌবন নিয়ে জেগে ওঠে, তেমন ভাবে যেন আর কোনও ঋতুই মেলতে পারে না নিজেকে। আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে কল্লোলিনী বর্ষা যেন প্রতিটা বাঙালিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আবেগের শিখরে, নস্ট্যালজিয়ার নৌকোবেলায়। সত্যিই কোনও এক অদৃশ্য ময়ূর যেন পাখা মেলে ছুটে বেড়ায় মন থেকে মনে।

গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে পাহাড়, এক এক জায়গায়, এক এক রূপের বর্ষা। গ্রীষ্মের আগুনঝরা তপ্ত দাবদাহে জ্বলতে থাকা ধূসর প্রকৃতির বুকে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করা বর্ষা, ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। কোথাও সে উন্মাদনার, কোথাও আবার বিষাদময়ী, হঠাৎ কোথাও বিধ্বংসী, আবার কোথাও কাব্যময়ী।

বর্ষা নিয়ে লিখতে গেলে সত্যিই কাব্য যেন পিছু ছাড়ে না। অতি শুষ্ক গদ্যেও ঠিক পদ্য ডানা মেলবেই। কিন্তু বর্ষা তো শুধু কাব্য নয়, কঠিন বাস্তবও। জলযন্ত্রণাও তো বর্ষারই এক অঙ্গ। তবুও বর্ষার হাঁটুজলও যেন উপভোগ্য হয়ে ওঠে বেশিরভাগ সময়। কখনও-কখনও বর্ষা বিধ্বংসী হলেও সমস্ত যন্ত্রণা, অসুবিধাগুলোকে ছাপিয়ে বর্ষা আসে কোনও শ্যামলা, ছিপছিপে সুন্দরীর ঢঙে। যেখানে কাব্য প্রাণ পায়, মন গান পায়।

বর্ষা ও রবীন্দ্রনাথ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা নানাভাবে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গানে বর্ষাকে আবেগ, অভিজ্ঞতা, ভালবাসা, বেদনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ষার রূপ, মাধুর্য, বন্যা, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে লেখা হয়েছে অনেক কবিতা ও গান। সেইসব কালজয়ী সৃষ্টিতে যেমন আছে অপার্থিব ভাললাগা, তেমনিই আছে নস্ট্যালজিয়ার ছোঁয়া।

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চোখে বর্ষাকে যেভাবে দেখেছেন এবং এঁকেছেন সেইভাবে বোধহয় বর্ষাকে ছুঁতে পারেনি আর কেউ। ‘আষাঢ়’ কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনগুলি উঠে আসে যেন সবার আগে।

‘নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।’

বর্ষা এলে প্রকৃতি নতুন করে সাজে, যেন কবির ঘরে প্রবেশ করে নতুন বউ। আর সেই নতুন বউকে ঘিরে একের পর এক কবিতা লিখে যায় কবি, যেখানে থাকে প্রেম, বিরহ, অভিমান এবং রোমাঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাঝে ঠিক সেইভাবে বর্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরম ভালোবাসায়। বর্ষার গভীরের যে আকুতি, বৈচিত্র্য, ছন্দ ও লয়, সবই রবীন্দ্রনাথকে আপ্লুত করেছে। সব ঋতুই তাঁর কাছে প্রিয় হলেও বর্ষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাঁর বর্ষাবন্দনা এতটাই সমৃদ্ধ যে বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ষাবন্দনা মেলা ভার।

বর্ষার প্রতি এই অনুরাগের কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘বর্ষা ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু’।

‘মেঘদূত’ কবিতায় কবি বর্ষাদিনের জল-ছল-ছল রূপের ছবি এঁকেছেন এভাবে—

‘আজি অন্ধকার দিবা বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি,
আক্রমণে তার বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিড়ি মেঘ ভার,
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।’

এই কবিতায় কত সুন্দর করে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বর্ষাদিনের উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের দুরন্তপনা ও বিদ্যুৎ ঝলকের লুকোচুরির কথা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতি বর্ষায় লিখে গেছেন নতুন নতুন গান। যা আমাদের বাঙালী জীবনের বর্ষার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। বৃষ্টি নামলেই বাঙালি মন তাই গেয়ে ওঠে ‘আজি ঝর ঝর মুখর বাদলদিনে
জানি নে, জানি নে,
কিছুতে কেন যে মন লাগে না...’

‘বাদল দিনের প্রথম কদমফুল’‘ এর উচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত কবি লিখে ফেলেছিলেন ‘মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগ-দিগন্তের পানে...’। কবির গান্তীর্য কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেত এই বর্ষা। কালো মেঘের হাতছানিতে নেচে উঠেছিলো তাঁর ময়ূর মন। সৃষ্টি হল ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে...’

সেলুলয়েডে বর্ষা

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
এ কোন অপরূপ সৃষ্টি
এত মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি
আমার হারিয়ে গেছে দৃষ্টি...

প্রায় জন্মলগ্ন থেকে শুনে আসা লতা মঙ্গেশকরের এই গানটি কী অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বর্ষার সাথে। আজও এই গানটা শুনলেই কোনও এক ছোটবেলার বৃষ্টিদিনে হারিয়ে যায় মনটা। ১৯৭৩ সালে সুরকার শ্রী বীরেশ্বর সরকারের সুরে ‘সোনার খাঁচা’ ছবিতে এই গানটা ব্যবহার করা হয়েছিল। গানটা শুনলেই মনে হত অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে আকাশ জুড়ে।

আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামুক বা না নামুক, রূপোলি পর্দায় বর্ষা নেমেছে বারে বারে। সেকাল থেকে একাল, পরিচালকদের দৃশ্যভাবনায় বৃষ্টির স্থান কখনও রোম্যান্টিকতায় ভরপুর, কখনও বা বিষাদে, কখনও-বা অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে। বিভিন্ন ছবিতে দেখানো বৃষ্টিমুখর এমন বহু দৃশ্য রয়েছে, যেখানে বৃষ্টিই যেন সব না বলা কথা বলে দেয় অনায়াসে। সেই কারণে বহু পরিচালক বহু সময় কোনও সংলাপ ছাড়া শুধুমাত্র বৃষ্টির দৃশ্য, এমনকী কখনও শুধু অঝোরধারায় বৃষ্টির শব্দকে হাতিয়ার করেই বানিয়ে ফেলেছেন অভাবনীয় কিছু দৃশ্য।

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত এক অবিস্মরণীয় সিনেমা ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় বিখ্যাত সেই দৃশ্য, যেখানে নীতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দাদা। সেদিনও ভীষণ বৃষ্টি। নীতার মনের কোণে জমে থাকা দুঃখেরই বহিঃপ্রকাশ এই বৃষ্টি! নাকি সেই বৃষ্টি মেঘকে সরিয়ে আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছিল ঢাকা পরে থাকা আকাশের তারাকে?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাসের ভিত্তিতে নির্মিত ছবি ‘পথের পাঁচালী’, অপু-দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য বাংলা তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম এক আইকনিক সিন।

সাদা কালো ফ্রেম, ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আর সেই বৃষ্টিতে ভিজে এক দিদি তার ভাইয়ের মাথায় ঢাকা দিয়ে বলে চলেছে ‘নেবুর পাতায় করমচা, এই বৃষ্টি ধরে যা’।

কৃত্রিম বৃষ্টি ছিল না সেখানে। প্রাকৃতিক বৃষ্টিতে শুটিং করাবার জন্য অনেকগুলো দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎবাবুকে। ছাতা মাথায় বসে থাকা এক ব্যক্তির মাথায় বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়া, পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ আবার প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে দুই ভাই বোনের ভিজে চলা এই প্রতিটি দৃশ্যই যেন সেই সিনেমার ইতিহাসে কালজয়ী দৃশ্য।

ঋতুপর্ণ ঘোষের আইকনিক ছবি ‘উনিশে এপ্রিল’, বৃষ্টি যেখানে উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছিল।

মায়ের প্রতি মেয়ের অভিমান, রাগ, দুঃখ সবটাই বেরিয়ে আসে এক ঝড়বৃষ্টির রাতে। বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। বাড়িতে সকলের অনুপস্থিতির সুযোগে রাগে অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে অদিতি। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি আর ঝড়ের কারণেই বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন সরোজিনী। ব্যর্থ হয় অদিতির আত্মহত্যার প্রচেষ্টা। আর সেই রাতে বৃষ্টির জলের সঙ্গেই ধুয়ে যায় মা ও মেয়ের মধ্যে তৈরি হওয়া সমস্ত ক্লেশ।

আদিঅনন্তকাল ধরে বর্ষা এইভাবেই ধুয়ে দিয়েছে মানুষের নানান ক্লেশ। ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তপ্ত মনের জমাট দুঃখ। দগ্ধ দিনের পরে একপশলা বৃষ্টির সোঁদা গন্ধে বড় করে শ্বাস নিয়েছে মানবজীবন। তাই অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরেও এটাই মনে হয়, যে বর্ষাই মঙ্গল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবথেকে কম বয়সে অভিষেক হয়েছিল পাকিস্তানের হাসান রাজার। তিনি খেলেন ১৪ বছর ২২৭ দিনে

বৈভব ১৪, হার ভারতের

অভিষেকে রান পেল না বৈভব। উইল জ্যাকসের বলে এভাবেই স্ট্যাম্পড হতে হয় বাটলারের হাতে।

ভারত ১৯০/৭, ইংল্যান্ড ১৯১/৬ (১৯ ওভার)

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ জুলাই : বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে সেঞ্চুরি করেও ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডকে জেতাতে পারেননি জেকব বেথেল। শাপমুক্তি ঘটল শনিবার। পাঁচে নেমে ৭৬ নট আউট থেকে বেথেল টি ২০ সিরিজে ১-০ এগিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডকে। জিতলেন ৪ উইকেটে। শুরুতে ১ রানে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। সল্ট ও বাটলার ০। ব্রুক আর ব্যান্টন দুজনেই ৩৯ করে পরিস্থিতি সামলেছেন। বাকিটা ছিল বেথেলের হাতে। রবি বিষ্ণোইয়ের এক ওভারেই ইংল্যান্ড চাপ কাটিয়ে উঠেছিল। তিনি ৪ ওভারে ৬০ রান দেন।

বৈভব যেভাবে আউট হল সেটাই তাঁকে ঘিরে আশঙ্কার কারণ। বুঝতে হবে সব বলে ছক্কা হয় না। উইল জ্যাকসকে স্টেপ আউট করে এত বাইরে চলে গিয়েছিল যে বাটলার হেসেখেলে স্ট্যাম্প করে দেন। অভিষেকে ১০ বলে ১৪ বৈভবের। এর পরও ভারত ২০ ওভারে ১৯০/৭ করেছে টপ অর্ডারের জন্য। অভিষেক ৪৩। ঈশান কিশান ৪৯। শ্রেয়স ২২ বলে ৩৭। সবার হাফ সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল। কিন্তু হয়নি। শিবম দুবে ৫ রান করেন। অক্ষর ফের ব্যর্থ (২)। হর্ষিত রানার অবদান ৬। ইংল্যান্ড বোলারদের মধ্যে স্যাম কারেন ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

কপিলদেব যেদিন স্টার টক-এ বললেন টি ২০ ক্রিকেটে বৈভব শচীন-বিরাটের মতোই প্রতিভা, সেদিনই ভারতীয় দলে অভিষেক হয়ে গেল বৈভব সূর্যবংশীর। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসাবে শনিবার অভিষেক হল তার। ২০১১-র ২৭ মার্চ জন্ম হয়েছিল বৈভবের। যার ছ-দিন পর মুম্বইয়ে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। বৈভব খেললেন ১৫ বছর ৯৯ দিনে। শচীন ১৬ বছর ২০৫ দিনে। ম্যাচের আগে শ্রেয়স আইয়ার বলছিলেন, ওর এই জায়গাটা প্রাপ্য। তিলক ভার্মা বৈভবের হাতে ক্যাপ তুলে দেন। বৈভব সঞ্জুর জায়গায় দলে এসেছে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩০২/২ তুলেছিল ইংল্যান্ড। ব্রুক টসের সময় বলছিলেন, এটা খুব ভাল স্মৃতি। শ্রেয়স অবশ্য ব্যাটিং উইকেট ভেবে আগে ব্যাট নিলেন। ইংল্যান্ড জোফ্রা আর্চার ও জস টাঙ্গকে দলে নিয়েছিল। বৈভব বনাম জোফ্রার লড়াই নিয়ে প্রচুর কৌতূহল ছিল। দুজনে রাজস্থান রয়্যালসে খেলেন। কিন্তু বৈভবের জন্য লড়াই জমেনি।

ছোট ফর্ম্যাটে শচীন-বিরাটের মতোই প্রতিভা, প্রশংসায় কপিল

মুম্বই, ৪ জুলাই : বৈভব সূর্যবংশী যথেষ্ট প্রতিভাবান। দেশের সেরা ক্রিকেটারদের মতোই। তার ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কোনও বিষয় নয়, আসল হল দক্ষতা। বলেছেন কপিল দেব। আয়ারল্যান্ডে কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি বৈভব। ইংল্যান্ডে প্রথম ম্যাচেও তাকে ডাগ আউটে কাটাতে হয়েছে। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে বৈভব খেলবে কিনা এদিন সন্ধ্যায় এই লেখার সময় পর্যন্ত সেটা পরিষ্কার নয়। এই পরিস্থিতিতে স্টার টক-এ কপিল বলেন, বৈভবের প্রতিভা শচীন-বিরাটের মতোই। কিন্তু এটা টি ২০-র জন্য বলছি। বাকি দুই ফর্ম্যাটে ও কেমন সেটা প্রমাণ করতে হবে। ২০২৬

আইপিএলে বৈভব ৭৭৬ রান করে জতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছে। তবে এখনও ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। এই আবহে কপিল বলেছেন, বৈভব যখন টেস্ট খেলবে তখন দেখতে হবে ও পাঁচটা মেডেন ওভার খেলতে পারে কিনা। টি ২০ ক্রিকেটে ও দারুণ সাড়া ফেলেছে। গোটা পৃথিবীতে এই বয়সে এক শতাংশকেও এমন প্রতিভাশালী দেখা যাবে না। এরপর কপিল যোগ করেন, কোনও সন্দেহ নেই বৈভব অনেক প্রতিভাবান। কিন্তু ওকে নিয়ে আমরা বড্ড বড় কথা বলে ফেলেছি। এই মুহূর্তে ওকে সময় দিতে হবে। ওকে নিয়ে তেমন হাইপ তোলার দরকার নেই। এত কম বয়সে ও ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। আমি মনে করি বৈভব খেলার উপযুক্ত হলে ওর বয়স কত সেটা বিচার্য হতে পারে না। যদি মনে হয় ও পারবে তাহলে খেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হোটেলে ঢুকছে ইংল্যান্ডের টিমবাস।

মেক্সিকোয় পৌঁছে নাজেহাল কেনরা

মেক্সিকো সিটি, ৪ জুলাই : সোমবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। কিন্তু সেদিনই মেক্সিকো সিটিতে প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী, ম্যাচের সময় বজ্রপাত এবং ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। যদিও শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়েই ম্যাচ হবে বলে জানিয়েছে ফিফা।

এদিকে, মেক্সিকো সিটিতে পৌঁছে রীতিমতো হেনস্থার শিকার হলেন হ্যারি কেনরা! ইংল্যান্ডের হোটেলের বাইরে ভিড় জমান প্রচুর মেক্সিকো সমর্থক। প্রত্যেকেই 'মেক্সিকো, মেক্সিকো' বলে চিৎকার করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ফুটবলারদের কটূক্তিও করেছেন। এত ভিড় ছিল যে দলের বাস হোটেলে ঢুকতেও কিছুটা সময় লেগেছে। বিমানবন্দর থেকে হোটেল যাওয়ার রাস্তাতেও বিভিন্ন জায়গায় সাময়িক অবরোধ মতো করে রাখা হয়। তবে ফুটবলারদের বড় কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। বিমানবন্দর থেকে কড়া নিরাপত্তায় হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের। হোটেলের বাইরেও যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।

ইংল্যান্ড দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তাদের হোটেল গোপন রাখতে। তা না হওয়ায় কিছুটা বিরক্ত ইংরেজরা। প্রসঙ্গত, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ম্যাচের এক দিন আগে ইকুয়েডরের ফুটবলাদের রাতের ঘুম নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন মেক্সিকান সমর্থকরা। এদিকে, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ভায়াগ্রা খেয়ে মাঠে নামতে পারেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা। ম্যাচ হবে এস্তাদিও আজতেকায়। এই স্টেডিয়াম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৩৫০ ফুট উঁচুতে। উচ্চতার জন্য ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের যাতে সমস্যায় পড়তে না হয়, তাই ভায়াগ্রা ব্যবহারের বিশেষ অনুমতি দিয়েছে ফিফা।

কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কো

মরক্কো ৩ কানাডা ০

হিউস্টন, ৪ জুলাই : চলতি বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল মরক্কো। গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা শনিবার ৩-০ গোলে হারিয়েছে কানাডাকে। চার বছর আগের বিশ্বকাপেও দেখা হয়েছিল দুই দলের। গ্রুপ পর্বের ওই ম্যাচটা মরক্কো জিতেছিল ২-১ গোলে। এবারও শেষ হাসি হাসল মরক্কো।

ম্যাচের শুরুটা দারুণ ভাবে করেছিল কানাডা। প্রথম ১০ মিনিটেই দু'বার গোল করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকেরা। দু'বারই দলকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বোনু। প্রথমবার কানাডার জোনাথন ডেভিডের শট কর্নারের বিনিময়ে বাঁচান বোনু। পরেরবার টানি ওলুওয়াসির শট অবিশ্বাস্য ভাবে বাঁ পা বাড়িয়ে রুখে দেন। মরক্কোর চাপ আরও বেড়ে গিয়েছিল দলের সেরা ফরোয়ার্ড ইসমাইল সাইবারি ২১ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলে। বিরতির আগে কানাডিয়ানদের একের পর এক আক্রমণে রীতিমতো দিশেহারা দেখিয়েছে মরক্কো রক্ষণকে।

যদিও দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোল পেয়ে যায় মরক্কো। আশরাফ হাকিমি ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি শট না নিয়ে বল পাঠান বক্সের কাছাকাছি

জোড়া গোলের নায়ক উনাহি।

থাকা আজ্জেদিন উনাহিকে। দারুণ এক মাটি কামড়ানো শটে বল জালে জড়ান মরোক্কান মিডফিল্ডার। পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল কানাডা। কিন্তু ৮২ মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে ফের গোল করে মরক্কোর জয় নিশ্চিত করেন উনাহি। শেষ মিনিটে ৩-০ করেন রাহিমি।

জেতালেন অ্যারিয়াস

কলম্বিয়া ১ ঘানা ০

গোলের উচ্ছ্বাস অ্যারিয়াসের।

কানসাস সিটি, ৪ জুলাই : চলতি বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল কলম্বিয়া। ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচে আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে ১-০ গোলে জিতেছে লাতিন আমেরিকার দেশটি। খেলার ১৪ মিনিটে কলম্বিয়ার জয়সূচক গোলটি করেন জন অ্যারিয়াস। কলম্বিয়ার সামনে এবার সুইজারল্যান্ড।

ম্যাচের শুরু থেকেই ঘানাকে চেপে ধরেছিল কলম্বিয়া। যদিও ৮ মিনিটেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় কলম্বিয়ার স্ট্রাইকার জন কর্দোবাকে। তাতে কলম্বিয়ার আগ্রাসী ফুটবলে তেমন প্রভাব পড়েনি। ১৩ মিনিটে ঘানার সমস্যা বাড়ায় ডিফেন্ডার মারভিন সেনায়ার চোট। এক মিনিটের মধ্যেই গোল তুলে নেয় কলম্বিয়া। একক প্রচেষ্টায় গোল করেন অ্যারিয়াস। এর পরেও গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া চেষ্টা সমানে চালিয়ে গিয়েছে কলম্বিয়া। ৫৭ মিনিটে লুইজ দিয়ায়েজ গোল অফসাইডের জন্য বাতিল হয়। ৬৯ মিনিটে সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ঘানা। কিন্তু ভাল জায়গায় বল পেয়েও বাইরে মারেন থমাস পার্তে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিকেল ওয়ারজাবাল গোলের গন্ধ পায়, প্রশংসা প্রাক্তন স্প্যানিশ তারকা দাভিদ ভিয়ার

মাঠে ময়দানে

5 July, 2026 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ জুলাই ২০২৬
রবিবার

ইতিহাস বদলের ম্যাচে চোখ নেইমারেই

নিউ জার্সি, ৪ জুলাই : কাগজ-কলমে এগিয়ে। অথচ ইতিহাস অন্য কথা বলছে! এই অদ্ভুত বৈপরিত্য নিয়েই রবিবার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর ম্যাচে নরওয়ের মুখোমুখি হচ্ছে ব্রাজিল।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে একবারই মুখোমুখি হয়েছে দুই দেশ। ১৯৯৮ সালে ফ্রান্সের স্তাদ ভেলোড্রোমে আয়োজিত গ্রুপ পর্বের ওই ম্যাচে রোনাল্ডো-রিভাল্ডো-বেবেতোদের ব্রাজিলকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমক দিয়েছিল নরওয়ে। সেই হারের বদলা দীর্ঘ ২৮ বছর পর কার্লো আনচেলোত্তির দল নিতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

এখানেই শেষ নয়। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপের ওই ম্যাচ-সহ মোট চারবার মুখোমুখি হয়েছে দু'দেশ। এর মধ্যে দু'বার জিতেছে নরওয়ে। বাকি দুটো ম্যাচ ড্র। অর্থাৎ, ভাইকিংদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত জয়ের স্বাদ পায়নি পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা! ফলে রবিবাসরীয় ম্যাচটা আক্ষরিক অর্থেই সেলেকাওদের কাছে ইতিহাস বদলের মঞ্চ!

আনচেলোত্তির রক্তচাপ বাড়িয়ে চোটে কার্যত টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন লুকাস পাকেতা। আরেক তারকা রাফিনহা প্র্যাকটিসে যোগ দিলেও, নরওয়ে ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় নেই। এমন পরিস্থিতিতে ভরসার মুখ নেইমার দ্য সিলভা। এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে মাত্র ১৫ মিনিট মাঠে থাকা নেইমার ৯০ মিনিট খেলার জন্য ফিট হয়ে উঠেছেন। এ কথা জানিয়েছেন খোদ আনচেলোত্তি। নক আউট ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসেও দারুণ চনমনে দেখাচ্ছে নেইমারকে। কিন্তু নরওয়ে ম্যাচে ৩৪ বছর বয়সী ব্রাজিলীয় তারকাকে কি শুরু থেকেই মাঠে নামিয়ে দেবেন আনচেলোত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছে! তবে শুরুতে না হলেও, পরিবর্ত হিসাবে নেইমারের মাঠে নামা কার্যত নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে খোশমেজাজে নেইমার।

ইতিহাস বদলের ম্যাচে আনচেলোত্তির সেরা অস্ত্র সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়র। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা এবারের বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই চার গোল করে ফেলেছেন। ভাগ্য সহায় থাকলে, জাপানের বিরুদ্ধে পাঁচ নম্বর গোলও করে ফেলতে পারতেন ভিনিসিয়াস। ওদিকে, ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূলস্রোতে ফেরা নরওয়েও তাল ঠুকছে। পাঁচ গোল করে ফেলা আর্লিং হালান্ড, অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডরা দুরন্ত ফর্মে রয়েছে।

২৮ বছর আগের সেই বিশ্বকাপ ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করা জেটিল রেকডালের ভবিষ্যদ্বাণী, এবারও নরওয়ে জিতবে। তিনি বলছেন, ১৯৯৮ বিশ্বকাপে হারের আতঙ্ক নিয়েই মাঠে নামবে ব্রাজিল। তাই ওরাই চাপে থাকবে। অন্যদিকে, হালান্ডরা চাপমুক্ত হয়ে খেলবে। তাই মনে হচ্ছে, এবারও আমরাই জিতব।

আর্জেন্টিনার সামনে এবার সালাহর মিশর

ফারাওয়ের বেশে সালাহ।

মিশর ১(৪) অস্ট্রেলিয়া ১(২)

ডালাস, ৪ জুলাই : অস্ট্রেলিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় মিশর। মহম্মদ সালাহদের সামনে এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, লড়াই করে বিদায় নিল অস্ট্রেলিয়া। ডালাসে আয়োজিত ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল অস্ট্রেলিয়ার। পাঁচ মিনিটেই পোস্টে লাগে ক্রিশ্চিয়ান ভলপাতোর শট। তবে খেলার বিপরীতে গিয়ে এগিয়ে যায় মিশরই। ১৩ মিনিটে হেডে গোল করে পিরামিডের দেশকে এগিয়ে দেন এমাম আশুর। যদিও ৫৫ মিনিটে গোল শোধ করে অস্ট্রেলিয়া। এডেন ও'নিলের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন মহম্মদ হ্যানি। তাঁর মাথায় লেগে বল নিজেদের জালেই জড়িয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ থাকল। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও গোল হল না। ফলে ম্যাচ গড়িয়েছিল পেনাল্টি শুটআউটে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার আগে গোলকিপার পরিবর্তন করে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট্রিক বিচের জায়গায় নামেন অভিজ্ঞ গোলকিপার ম্যাট রায়ান। যদিও টাইব্রেকারে একটিও শট বাঁচাতে পারেননি রায়ান। টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শটই বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন হ্যারি সুটার। মিশরের সাবের প্রথম শটে বল জালে জড়ান। দ্বিতীয় শটে গোল করেন অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকসন ইরভাইন। গোল করে মিশরকে ২-১ এগিয়ে দেন রাবিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার হাওয়ার্ড মাবিয়েল ২-২ করেন। তৃতীয় শট মারতে আসেন মহম্মদ সালাহ। ঠান্ডা মাথায় গোল করে মিশরকে ৩-২ এগিয়ে দেন তিনি। চতুর্থ শটে অস্ট্রেলিয়ার লুকাস হ্যারিংটন বারে বল মারেন। এর পর গোল করে মিশরকে জেতান হোসাম আব্দেলমাগুইদ।

মেসির প্রশংসায় ধন্য ভোজিনহা

ভোজিনহাকে শুভেচ্ছা মেসির। ম্যাচের পর হার্ড রক স্টেডিয়ামে।

মায়ামি, ৪ জুলাই : বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাছে থেমে গেল কেপ ভার্দের রূপকথার দৌড়! তবে আর্জেন্টিনা ম্যাচ জিতলেও, কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর হৃদয় জিতলেন কেপ ভার্দের ফুটবলাররা।

বিশ্বকাপে কেপ ভার্দের মুখ ছিলেন ভোজিনহা। ৪০ বছর বয়সী গোলকিপার অবিশ্বাস্য কিপিং করেছেন। আর্জেন্টিনা ম্যাচে মেসির পা থেকে একাধিকবার নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন। তিন কাঠির নিচে যে পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন কেপ ভার্দের গোলকিপার, বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেই স্মৃতি চিরকাল থাকবে। ম্যাচের পর মেসির প্রশংসা পেয়ে আবেগে ভেসেছেন ভোজিনহাও।

তিনি বলেন, আমি মেসির কাছে গিয়েছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি অসাধারণ। তোমার দেশের মানুষ তোমাকে নিয়ে গর্ব করা উচিত। এই কথাগুলো আমার জন্য সত্যিই অবিশ্বাস্য ছিল। বিশ্বজয়ীদের বিরুদ্ধে সমানে-সমানে লড়েছি। ম্যাচ জেতার সুযোগও ছিল। আমরা গর্বিত। তবে আমরা এভাবে ফিরতে চায়নি। কিন্তু এত প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞ। এবার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাই। কোচ বুবিস্তা বলছেন, আমরা সেরাটাই দিয়েছি ও সাহসিকতার সঙ্গে সেটা করেছি। আর্জেন্টিনা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। ওদের বিরুদ্ধে আমার ফুটবলাররা যেভাবে খেলেছে, তারজন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত। বুবিস্তা আরও বলেন, খেলার চেয়েও বড় বিষয় ছিল বিশ্বের কাছে নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরা। আমরা বিশ্বের সেরা দলগুলোর বিরুদ্ধে খেলতে চেয়েছি। বিশ্বকাপের শেষ ৩২-এ পৌঁছনো। বিশ্বকে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, কেপ ভার্দে ফুটবল খেলতে জানে।

ভূমিকম্পে সর্বস্ব হারানো ভক্তের পাশে রোনাল্ডো

টরন্টো, ৪ জুলাই : আরও একবার ক্রিশ্চিয়ানোর রোনাল্ডোর মানবিক দিক দেখল দুনিয়া। ভেনেজুয়েলার ভয়াবহ ভূমিকম্পে পরিবারের সব সদস্যকে হারিয়েছেন তরুণ আন্দ্রেস মিয়েলস। নিজে কোনওরকমে বেঁচে গেলেও, গুরুতর আঘাত থাকায় চিকিৎসকরা তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিয়েছেন। এখনও হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন মিয়েলস।

র‍্যাপ তারকা ড্রেকের সঙ্গে রোনাল্ডো।

ভেনেজুয়েলার এই তরুণ আবার রোনাল্ডোর অন্ধভক্ত। মিয়েলসের এই করুণ পরিস্থিতি জানতে পেরে তাঁকে ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন সিআর সেভেন। ভিডিওতে রোনাল্ডোকে বলতে দেখা গিয়েছে, হ্যালো আন্দ্রেস, তুমি কেমন আছ? তোমাকে ভালবাসা জানানোর জন্য এই ভিডিওটা করছি। জানি, তুমি আমার খুব বড় ভক্ত। সুস্থ হয়ে ওঠ। তার পর আমার একটা ম্যাচ দেখার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ করব। আমার খেলা তুমি সামনে থেকে উপভোগ করতে পারবে। ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে দেখাও করতে চাই। ভালবাসা নিও বন্ধু।

পর্তুগালের সংবাদমাধ্যমের দাবি, বিষয়টি জানার পর রোনাল্ডো নিজের একটি জার্সিতে সই করে পাঠিয়েছেন মিয়েলসকে। জাতীয় দলের জার্সি পাঠিয়েছেন ভক্তকে। ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পের পর সমাজমাধ্যম থেকেই মিয়েলসের কথা জানতে পেরেছিলেন সিআর সেভেন।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে কেপ ভার্দের সিডনি লোপেজের গোল দেখে মুগ্ধ হোসে মোরিনহো

খেলল কেপ ভার্দে, জিতল আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা ৩ কেপ ভার্দে ২

মায়ামি, ৪ জুলাই : কেপ ভার্দের জন্য শনিবাসরীয় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) ম্যাচ চিরকালীন রূপকথা হয়ে থাকল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের অতিরিক্ত সময়ের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এখন লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। কিন্তু কোথাও যদি ডাইনি বোর্জেসের মনের কোণে একটা চিরস্থায়ী বিষাদের সানাইও কাটা রেকর্ডের মতো বেজে চলে তাহলে কিছু করার নেই! যেহেতু কর্নার থেকে আর্জেন্টিনার জয়সূচক গোল জালে জড়ানোর আগে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো মারফত তাঁরই মাথা ছুঁয়েছে!

বিশ্বকাপে অনেক ম্যাচ এবার শেষমুহূর্তে নিধারিত হল। এটা তার মধ্যে একটা। কিন্তু ৪৮ দেশের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসাবে কেপ ভার্দের এই লড়াই আলাদা ও বিশেষ হিসাবেই চিহ্নিত হবে। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়াম প্রথমে দেখল ৯০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। তারপর সেই লড়াই গড়িয়ে গেল অতিরিক্ত সময়ে। মায়ামিতে খেলার সুবাদে এটা লিও মেসির শহর। এদিন আরও একটা গোল করে সংখ্যাটাকে সাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে ও তাঁর দলকে প্রতি ইঞ্চিতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের এই ছোট্ট দ্বীপ।

সবথেকে ছোট দেশ হিসাবে নক আউটে পা রেখে আগেই ইতিহাস করেছিল কেপ ভার্দে। এদিনের এই লড়াই প্রমাণ করে দিল স্পেন, উরুগুয়েকে রুখে দেওয়াটা নিছক ফ্লুক ছিল না। এই ম্যাচেও রায়ান মেন্দেস যখন প্রায় শুরুতেই এমিলিয়ানো মার্টিনেজের পরীক্ষা নিলেন, গ্যালারি নড়েচড়ে বসল। তবে মেসি মাঠে থাকলে খেলার ছবি বদলাতে সময় লাগে না। তিনি ধীরে ধীরে ম্যাচের দখল নিজের হাতে তুলে নেন। ২৯ মিনিটে আর্জেন্টিনার প্রথম গোলও তাঁরই। লিজান্দ্রো মার্টিনেজের ডায়গোনাল পাস থেকে বল পেয়ে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে মেসি জালের উপরের দিকে জড়িয়ে দেন।

এমবাপে লাগাতার ধাওয়া করলেও এই গোলের পর গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার আগে রয়েছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। বিরতিতে তাঁরা ১-০ গোলে এগিয়ে ছিলেন। সংখ্যাটা দুই হয়নি ভোজিনহা অসাধারণ দক্ষতায় এনজো ফার্নান্দেজের প্রয়াস প্রতিহত করেছেন বলে।কিন্তু বিরতির পর ফের খেলা শুরু হলে কেপ ভার্দে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ৫৬ মিনিটে তারা ১-১ করে দেয়। ডেরয় ডুরেট কোনাকুনি শটে গোল করার সঙ্গেই নক আউটে প্রথম গোল হয়ে গেল দ্বীপরাষ্ট্রের।

বাকি সময়ে কেউ গোল করতে পারেনি বলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। আর এই অতিরিক্ত সময়েই কর্নার থেকে বল পেয়ে ভলিতে আর্জেন্টিনাকে ২-১-এ এগিয়ে দেন লিজান্দ্রো মার্টিনেজ। কিন্তু কেপ ভার্দে পিছিয়ে পড়েও দমে যায়নি। সিডনি লোপেজ কাব্রাল টপ কর্নার থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে কার্লিং শটে ২-২ করে দেন।

ম্যাচের শেষ গোল ঘটনাচক্রে আত্মঘাতীই। কর্নার থেকে আকাশে থাকা বলে অনেকে হেড করতে লাফিয়েছিলেন। তাতে রোমেলোর জোরালো হেড বোর্জেসের মাথায় ডিফ্লেক্ট হয়ে গোলে ঢুকে যায়। তাতে ফল দাঁড়ায় ৩-২। তবে শেষমুহূর্তে মার্টিনেজ কাব্রালের ফ্রি কিক না বাঁচালে ম্যাচ টাইব্রেকার পর্যন্ত গড়াতে পারত।

আর্জেন্টিনা শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হবে মহম্মদ সালাহর মিশরের। আর কেপ ভার্দে এই হারের সঙ্গে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও ফুটবল দুনিয়ায় মন জিতে ঘরে ফিরছেন ভোজিনহারা।

কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে গোলের পর মেসির উচ্ছ্বাস। এই গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। মায়ামিতে।

কেপ ভার্দের খেলোয়াড় পিকো লোপেসকে সান্ত্বনা মেসির।

জানতাম সহজ হবে না : মেসি

দলের খেলার উন্নতি চান স্কালোনি

মায়ামি, ৪ জুলাই : টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের পথে এগোচ্ছে আর্জেন্টিনা। যদিও কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে দলের খেলার খুশি নন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের স্পষ্ট বার্তা, ভুল শুধরে দলকে আরও ভাল খেলতে হবে।

মেসির বক্তব্য, জানতাম ম্যাচটা খুব কঠিন হবে। বিশ্বকাপে কেউ আপনাকে বিনামূল্যে কিছু দেবে না। এখন আমরা বিশ্রাম নেব। এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেব এবং পরের ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করব। কেপ ভার্দেকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন। তিনি আরও বলেছেন, এই দলটা স্পেন এবং উরুগুয়েকে আটকে দিয়েছিল। সেগুলো কোনও ফ্লুক ছিল না। প্রথম গোল করাটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। সেটা আমরা করতে পেরেছি। এগিয়ে যাওয়ার পর ভেবেছিলাম, এবার হয়তো লড়াই কিছুটা সহজ হবে। কিন্তু ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটল।

মেসির সংযোজন, এই ম্যাচের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। নকআউট ম্যাচে চাপ থাকেই। সহজে কিছু পাওয়া যায় না। কেউ কেউ হয়তো নাম শুনে কোনও দেশের দলকে কম গুরুত্ব দিতে পারে। আমরা এসব নিয়ে ভাবি না। কঠিন লড়াই করতে হবে ভেবেই মাঠে নেমেছিলাম। এটাই বিশ্বকাপের সৌন্দর্য। এই পর্যায়ে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। ভাল খেললেও প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আবার নিজেদের সেরাটা দিতে না পারলে আরও বেশি খাটতে হয়।

মেসির সঙ্গে একমত আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনিও। তিনি বলেন, অনেকে বলেছিলেন, আমাদের নাকি সহজ সূচি পড়েছে। এই ফল তাদের উত্তর। এই ম্যাচ জিতে আমরা পরের পর্বে যাব, এটা প্রত্যাশিত ছিল। হ্যাঁ, আমাদের একটা বেশ কঠিন ম্যাচ খেলে পরের পর্বে যেতে হচ্ছে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর আমাদের ফুটবলারেরা বিধ্বস্ত। আমাদের যে উন্নতির অনেক সুযোগ রয়েছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছে এই ম্যাচ। এটাও বলব, ফুটবলারেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে।

কেপ ভার্দের লড়াকু ফুটবলের প্রশংসা করে মেসিদের কোচ আরও বলেছেন, আমি চাইছিলাম, ম্যাচটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ হোক। ওরা অসাধারণ একটা গোল করেছে। এই জন্যই আমি সব সময় সতর্ক থাকার কথা বলি। সবাই ভেবেছিলেন, আমরা সহজেই জিতে যাব। কিন্তু জানতাম ম্যাচটা সহজ হবে না। কেপ ভার্দে দলটার সবচেয়ে ভাল দিক হল— ওরা শুধু খেলেই চলে আর খেলেই চলে। থামে না। ওদের ফুটবলারেরা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যায়। তবে আমরা পরিস্থিতি সামলে নিতে পেরেছি। মাঠটাও ফুটবল খেলার জন্য আদর্শ নয়।

বিশ্বকাপে আজ

ব্রাজিল বনাম নরওয়ে
(রাত ১.৩০টা, নিউ জার্সি)
ইংল্যান্ড বনাম মেক্সিকো
(সোমবার ভোর ৫.৩০, মেক্সিকো সিটি)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে